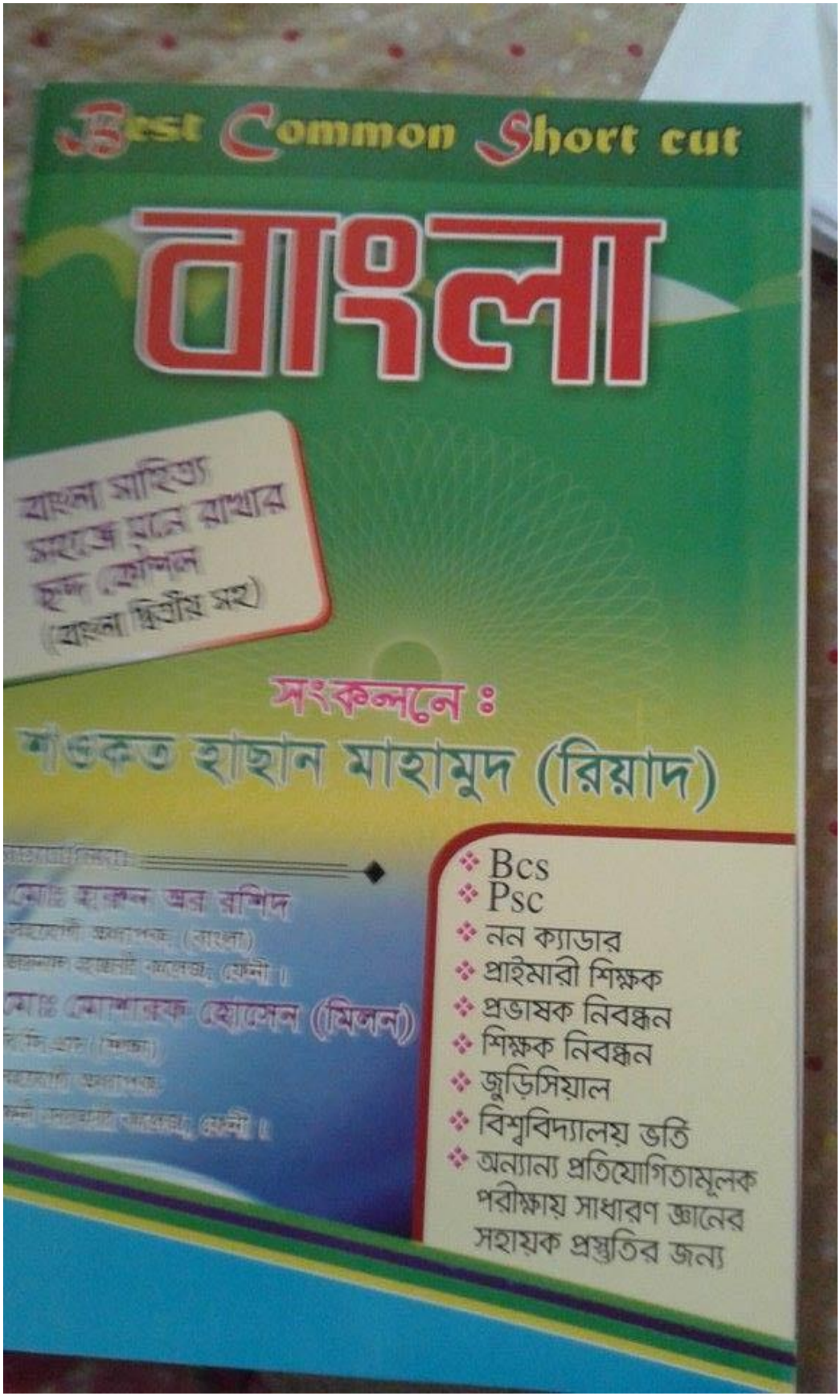

Best Common Short cut
বাংলা
বাংলা সাহিত্য
সহজে মনে রাখার
ছন্দ কৌশল
(বাংলা দ্বিতীয় সহ)
সংকলনে ঃ
শওকত হাছান মাহামুদ (রিয়াদ)
Bcs
Psc
নন ক্যাডার
প্রাইমারী শিক্ষক
প্রভাষক নিবন্ধন
শিক্ষক নিবন্ধন
জুডিসিয়াল
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি
অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞানের সহায়ক প্রস্তুতির জন্য

PDF Shared By:

MyMahbub.Com

More PDf Download:

MyMahbub.Com

সূচীপত্র

ক্রমিক	সাহিত্যিকের নাম	পৃষ্ঠা
০১	কাজী নজরুল ইসলাম	৫-৬
০২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬-৯
০৩	বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০-১১
০৪	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১১
০৫	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১১
০৬	জসীম উদ্দিন	১২-১৩
০৭	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩-১৪
০৮	বেগম রোকেয়া	১৪
০৯	প্রমথ চৌধুরী	১৪-১৫
১০	জহির রায়হান	১৫
১১	ফররুখ আহমেদ	১৫-১৬
১২	শামসুর রহমান	১৬
১৩	বেগম সুফিয়া কামাল	১৬-১৭
১৪	সেলিনা হোসেন	১৭
১৫	মীর মোশাররফ হোসেন	১৮
১৬	প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮-১৯
১৭	মুনীর চৌধুরী	১৯-২০
১৮	হুমায়ুন আহমেদ	২০-২১
১৯	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	২১
২০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২১-২৩
২১	দীন বন্ধু মিত্র	২৩
২২	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২৩
২৩	এস ওয়াজেদ আলী	২৪
২৪	বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

বাংলা শর্টকাট মেথড

২৫	শহীদুল্লাহ কায়সার	২৪-২৫
২৬	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	২৫
২৭	আবু ইসহাক	২৫
২৮	সিকান্দার আবু জাফর	২৬
২৯	সৈয়দ মুজতবা আলী	২৬
৩০	নুরুল মোমেন	২৬
৩১	সেলিম আল দীন	২৬-২৭
৩২	কায়কোবাদ	২৭
৩৩	আল মাহমুদ	২৮
৩৪	হাসান হাফিজুর রহমান	২৯
৩৫	আহসান হাবীব	২৯-৩০
৩৬	এম আবতার মুকুল	৩০
৩৭	শওকত ওসমান	৩০-৩১
৩৮	সৈয়দ শামসুল হক	৩১
৩৯	নির্মলেন্দু গুন	৩১-৩২
৪০	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৩২-৩৩
৪১	অক্ষয়কুমার দত্ত	৩৩
৪২	রাজা রামমোহন রায়	৩৩
৪৩	দিজেন্দ্রলাল রায়	৩৪
৪৪	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	৩৪
৪৫	ইব্রাহিম খাঁ	৩৪
৪৬	আবুল মুনসুর আহমেদ	৩৫
৪৭	বিহারী লাল চক্রবর্তী	৩৫
৪৮	সৈয়দ আলী আহসান	৩৫-৩৬
৪৯	রজনী কান্ত সেন	৩৬-৩৭
৫০	গোলাম মোস্তফা	৩৭
৫১	শামসুদ্দীন আবুল কালাম	৩৭

৫২	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	৩৮
৫৩	রোমেনা আফাজ	৩৮
৫৪	ড. আলা উদ্দিন আল আজাদ	৩৮
৫৫	গিরীষ চন্দ্র ঘোষ	৩৯
৫৬	নবীন চন্দ্র সেন	৩৯
৫৭	দাউদ হায়দার	৩৯
৫৮	কুমুদ রঞ্জন মল্লিক	৩৯
৫৯	রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	৩৯-৪০
৬০	হাসান আজিজুল হক	৪০-৪১
৬১	আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন	৪১
৬২	নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন	৪১

বাংলা সাহিত্য পঞ্চপান্ডব

৬৩	আমিয় চক্রবর্তী	৪১-৪২
৬৪	বুদ্ধদেব বসু	৪২-৪৩
৬৫	জীবনানন্দ দাশ	৪৩
৬৬	বিষ্ণু দে	৪৩-৪৫
৬৭	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	৪৫
৬৮	উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও উপাধি	৪৬-৪৮

বাংলা ২য় পত্র

৬৯	বিভিন্ন শব্দ মনে রাখার কৌশল	৪৯-৫১
৭০	পরিবর্তিত উচ্চারণে আরও কিছু ইংরেজী শব্দ	৫২-৫৩
৭১	উপসর্গ	৫৩
৭২	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৫৪
৭৩	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বর্ণ	৫৪-৫৫
৭৪	সমাস	৫৫-৫৬
৭৫	বানান সূত্র	৫৬

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

বাংলা ১ম পত্র

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবনকাল ঃ (১৮৯৯-১৯৭৬)

জন্ম ঃ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জৈষ্ঠ্য) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুলের প্রথম ঃ

উক কাছোনা	উপস্যান	কবিতা	কাব্য	ছোটগল্প	নাটক
বামু অহে ঝি	বাঁধন হারা	মুক্তি	অগ্নিবীনা	হেনা	ঝিলমিঁলি

উপন্যাসঃ কুহেলিকা মুতুক্ষুদায় বাঁধনহারা হয়ে গেল।

নাটকঃ আলেয়া মুধুবালার পুতুলের বিয়েতে ঝিলিমিলি রঙ্গের শাড়ী পরেছে।

অথবা,

আলেয়া আর ঝিলিমিলি মুধুবালাকে নিয়ে পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে।

কাব্যগ্রন্থঃ সিন্ধু হিন্দোল থেকে অগ্নিবীনার বিষের বাঁশির সন্ধ্যা ভাঙ্গার গান পুর্বের হাওয়ায় প্রলয় শিখার মত চক্রবাকে ছায়ানটে জিঞ্জির মরুভাস্করে সঞ্চায়ন দোলনচাঁপা ঝিঙ্গেফুল সর্বহারা হয়ে গেল।

অথবা,

সন্ধ্যায় সিন্ধু নদীর তীরে পুবের হাওয়ায় প্রলয় শিখা নিভে যাওয়ায় অগ্নিবীনা ও বিষের বাঁশি বাজিয়ে সাম্যবাদী সর্বহারা চক্রবাক জিঞ্জির ভেঙ্গে ভাঙ্গার গান গেয়ে দোলন চাঁপা সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। পথে ফণিমনসা ফনা তুলে নতুন চাঁদের মতো চন্দ্রবিন্দু আঁকছে।

অথবা,

সিন্ধু হিন্দোল পাদদেশে দোলনচাঁপা ফণিমনসা, ঝিঙ্গেফুল, সাতভাই চম্পা সন্ধ্যার পুবের হাওয়ায় প্রলয় শিখা জ্বালিয়ে অগ্নিবীনা বিষের বাঁশি বাজিয়ে ভাঙ্গার গান গাইল। সেই গান শুনে সাম্যবাদী জিঞ্জির চক্রবাকে সর্বহারা হয়ে গেল।

অথবা,

সাম্যবাদী সর্বহারার বিষের বাঁশিতে ভাঙ্গার গান শুনে জিঞ্জির ভেঙ্গে ছাঁয়নট সন্ধ্যায় প্রলয়শিখা জ্বালালো। সাতভাই চম্পা-মরুভাস্কর ফনীমনসায়, চক্রবাক দেখে, দোলনচাপা, ঝিঙ্গেফুল খোপায় গুজে অগ্নিবীনা বাজাতে বাজাতে সিন্ধু হিন্দোল পেরিয়ে গেল।

গল্পগ্রন্থঃ শিউলিমালার ব্যথার দান রিক্তের বেদনে ঝরে গেল।

অথবা,

শিউলিমালা পদ্মগোখরার কামড়ে রিক্তের বেদনায় ব্যাথার দান হতে মুক্তি পেতে জিনের বাদশাহের কাছে গেল।

অথবা,

ব্যাথার দানে নজরুল শিউলিমালা কুড়াতে গিয়ে জিনের বাদশাহ এর ভয়ে ও পদ্মগোখরার কামড়ে রিক্তের বেদন করলেন।

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল*সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল*সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল*সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল*

অথবা,

ব্যারিশ=(ব্যা-ব্যথার দান, রি-রিক্তের বেদন, শ-শিউলিমালা)

নজরুলের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ৫টিঃ বিষভাঙ্গা প্রলয় চন্দ্র যুগ । বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু যুগবাণী ।)

অথবা, BAPJVC

(B=বিষের বাঁশী, A=অগ্নিবীণা, P=প্রলয়শিখা, J=যুগবাণী, V=ভাঙ্গার গান, C=চন্দ্রবিন্দু ।)

(Note: অগ্নিবীনা কাব্যটি কখনও নিষিদ্ধ হয়নি। বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয় শিকা, চন্দ্রবিন্দু ও যুগবাণী এ পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধহয় ।)

প্রবন্ধঃ দুর্দিনের যাত্রীরা রুদ্রমঙ্গলবারে যুগবাণী পত্রিকায় রাজবন্দীর জবানবন্দী প্রকাশ করল ।

অথবা,

দুর্দিনের যাত্রী ও যুগবাণী আজ রাজবন্দী আর ধুমকেতুর রুদ্রমঙ্গলে গেলো ।

অথবা,

***মিলিয়ে নেই--দুদনের যাত্রী, যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধুমকেতু, রুদ্রমঙ্গল ।

সঙ্গতিগ্রন্থঃ জুলফিকা গুলবাগিচায় সুরসাকীর সাথে রাঙ্গাজবা দেখছে আর চোখের চাতক বুলবুল চঁদ্রবিন্দু আঁকছে ।

* কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল "দুখু মিয়া" ।

মৃত্যুঃ ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ আগষ্ট তারিখে তিনি মৃত্যু বরণ করেন ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ জীবনকাল (১৮৬১-১৯৪১)

জন্মঃ ৭ মে ১৮৬১ খ্রিঃ/ ২৫ শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ । কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহন করেছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমঃ উক কাছোনো ঃ বহি কভিবা

উক কাছোনো	উপন্যাস	কবিতা	কাব্য	ছোটগল্প	নাটক
বহি কভিবা	বউ ঠাকুরাণীর হাট	হিন্দুমেলার উপহার	কবি কাহিনী	ভিখারিণী	বাল্মীকি প্রতিভা

উপন্যাসঃ করুনা করে হলেও আমাকে বৌ ঠাকুররাণীর হাটে পৌছে দিও, সেখানে হয়তো রাজর্ষি কে খুজে পাব, আগামী মাসে তার সাথে আমার বিয়ে-র কথা ছিলো, কিন্তু নৌকাডুবি-র ফলে তার সাথে আমার সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় । আমি এখন তার চোখের বালি আমরা দুই বোন আর ভাই গোরা কে সাথে নিয়ে অনেক খুজেছি-পাইনি, অবশেষে জীবনের চার অধ্যায় পেরিয়ে চতুরঙ্গ-র কষাঘাতে ঘরের বাইরে মালঞ্চে বসে লিখছি শেষের কবিতা ।

অথবা,

গোরা আর মালঞ্চ যোগাযোগ করে লাইব্রেরী থেকে করুণা করে চোখের বালি বইটি এনেছিল/পেয়েছিল । কিন্তু ঘরে বাইরে বসে পড়েও চার অধ্যায় শেষ করতে পারেনি ।

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT •

কারণ এ দুই বোন শেষের কবিতার মতো না। তাই রাজর্ষি বৌ ঠাকুরাণী চতুরঙ্গ করেনৌকা ডুবিয়ে দিল।

অথবা,

চার-চোখে চতুরঙ্গে
গোরা যাবে রাজর্ষির সঙ্গে
ঘরে-বাইরে যোগাযোগ
দুই-বোন সহযোগে
নৌকা এবং বৌঠান শেষে
মালঞ্চ দিল ভালবেসে।

অথবা,

ঘরের বাইরে বউ ঠাকুরাণীর হাটে শেষের কবিতা শুনতে গিয়ে গোরা রাজর্ষির চোখের বালি করুণা ও চতুরঙ্গ দুইবোন যোগাযোগের জন্য নৌকাডুবিতে মারা গেল।

অথবা,

ঘরের বাইরে দুইবোন ছাড়ও গোরা, রাজর্ষি, চতুরঙ্গ ও করুনা মালঞ্চ বন পেরিয়ে নদী-যোগাযোগ পথে বউ বৈঠাকুরানীর হাটে চার অধ্যায় শেষের কবিতা শুনতে যাবার পথে চোখে বালি পড়ে নৌকাডুবিতে মারা গেল।

তার উপন্যাস গুলো হচ্ছে ঃ

চার অধ্যায়, চোখের বালি, চতুরঙ্গ, গোরা, রাজর্ষি, ঘরের বাইরে, যোগাযোগ, দুই বোন, নৌকাডুবি, বৌঠাকুরানীর হাট, শেষের কবিতা, মালঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে মোট নয়টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। তারমধ্যে প্রচলিতটি হচ্ছে ভানুসিংহ।

ছোট গল্পঃ পণরক্ষা, হৈমন্তী দিদি রবিবার ছুটির দিনে মেঘ ও রৌদ্র মাথায় নিয়ে ক্ষুধিত পাষাণ ও জীবিত ও মৃত কঙ্কাল অবস্থায় কাবুলিওয়ালা পোস্টমাস্টারের ডাকে মনিহার ও গুপ্তধনের সন্ধানে দেনা পাওনা ও কর্মফলের ব্যবধান চোকাতে নিশীথে রওনা দিলেন। খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন-এ হালদার গোষ্ঠী তিন সঙ্গির শাস্তি না-মঞ্জুর করলেন।

অথবা,

পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তির দিদির পণ রক্ষা করতে পারল না

ব্যাখ্যাঃ পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, দেনা পাওনা, কর্মফলে, হৈমন্তি দিদি, পত্র রক্ষা, ছুটি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষাণ, জীবন ও মৃত, কঙ্কাল, মনিহার, গুপ্তধন, ব্যবধান, নিশীথে, খোকা বাবু, প্রত্যাবর্তন, রবিবার।

বিঃ দ্রঃ তিনসঙ্গী গ্রন্থে তিনটি ছোটগল্প রয়েছে, রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি।

প্রেমের ছোট গল্পঃ দুর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে স্ত্রীর কাছে পত্র লেখেন।

অথবা,

ল্যাবরেটরির অধ্যাপক স্ত্রীর পত্র এর শেষ কথামত প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে এক রাত্রি নষ্টনীড় থেকে মধ্যবর্তিনী আশা গ্রন্থ সমাপ্তিকে উদ্ধার করে পাত্র-পাত্রীর দৃষ্টিদানের পর শেষের রাত্রি মাল্যদান দিলেন।

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল •

বাংলা শর্টকাট মেথড

ব্যাখ্যাঃ ল্যাবরেটরী, অধ্যাপক, নষ্টনীড়, শেষরাত্রি, সমাপ্তি, স্ত্রীর পত্র, একরাত্রি, দুই অংশ, দৃষ্টিদান, শেষকথা, প্রায়শ্চিত্ত, দৃষ্টিদান, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, পাত্র ও পাত্রী।

অতি প্রাকৃত ছোট গল্পঃ রবি ঠাকুর-ক্ষুধিত পাষাণ ও জীবিত ও মৃত কঙ্কাল অবস্থায় মনিহার ও গুপ্ত ধনের সন্ধানে নিশীথে রওনা দিলেন।

এবার একবার চোখ বুলিয়ে নিনঃ ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, জীব ও মৃত, মনিহার, গুপ্তধন, নিশীথে।

প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কিত ছোট গল্পঃ শুভা অতিথি-কে আপদ মনে করে।

এবার একবার চোখ বুলিয়ে নিনঃ শুভা, অতিথি, আপদ।

রবী ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থঃ "ভানুসিংহ ঠাকুর" "সানাই" হাতে করে "চিত্রা" নদী পার হওয়ার জন্য "খেয়া" নামক "সোনার তরীতে" উঠে। একই সময়ে "ক্ষনিকা", "শ্যামলী", "মহুয়া", "সেজুতি" ও "মানসী" নদী পার হওয়ার জন্য সোনার তরীতে উঠে। "মহুয়াকে" দেখে ঠাকুর সাহেব মুগ্ধ হয়। তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। "নৈবেদ্য" সে জানতে পারে মাঘ/বৈশাখ মাসের ২৫ তারিখে মহুয়ার "জন্মদিন"। এজন্য সে মহুয়ার জন্মদিনে "বনফুল", "কড়ি ও কোমল", "বলাকার" কাছে পাঠিয়ে দেয়। বলাকা তখন "কল্পনার" মধ্যে "গীতাঞ্জলী" কাব্য পড়তে থাকে। মুহুয়া "পত্রপুত্রের" ছড়ার ছবি, সন্ধ্যার সঙ্গীতের মত গাইতে থাকে। কবির এ শেষ লেখা তার জীবনের কবি কাহিনী।

**** এবার একবার চোখ বুলিয়ে নিনঃ****

১) ভানুসিংহ ঠাকুর (২) সানাই (৩) চিত্রা (৪) খেয়া (৫) সোনার তরী (৬) ক্ষনিকা (৭) শ্যামলী (৮) মহুয়া (৯) মানসী (১০) নৈবেদ্য (১১) জন্মদিন (১২) বনফুল (১৩) কড়ি ও কোমল (১৪) বলাকা (১৫) কল্পনা (১৬) গীতাঞ্জলী (১৭) পত্রপুটের (১৮) ছড়ার ছবি (১৯) সন্ধ্যার সঙ্গীতের (২০) শেষ লেখা (২১) কবি কাহিনী (২২) রাজা ।

অথবা,

গীতাঞ্জলী কাব্যের জন্য নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ প্রথম কাব্য গ্রন্থ বনফুল (১৮৭৬) লিখে জন্মদিন-এ মানসী, মহুয়া, শ্রামলী, সেজুতি ও বলাকা কে নিয়ে সোনার তরীতে চিত্রা নদীর খেয়া পার হয়ে ক্ষণিকা যেয়ে আকাশ প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যা সঙ্গীত গাইতেন। ছড়ার ছবি আকতেন এবং পুনশ্চ, নৈবদ্য, পত্রপুট, কল্পনা করে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে শেষ সপ্তাকের শেষ লেখা লেখন করে পূরবী কে উৎসর্গ করার পর চৈতালী মাসে বিচিত্রা সানাই সুরে প্রভাত সংগীত গেয়ে গল্প সল্প করতেন।

অথবা,

পূরবী মানসী মহুয়ার বান্ধবী চিত্রা চৈত্রালীর নবজাতকের পনশ্চ জন্মদিনে ভানুসিংহ ঠাকুরের প্রথম কাব্য বনফুল ও গীতাঞ্জলীর শেষ লেখার লেখন প্রভাত সঙ্গীত সন্ধ্যার বিচিত্রতা সানাইয়ের খেয়ার সোনারতরী বলাকায় ছড়ার ছবির মতো ক্ষণিক গল্পে-সল্পে শ্যামলীমায় উৎসর্গ হয়ে গেল।

অথবা,

জন্মদিনে চৈতালি প্রভাতে কড়ি, কোমল উৎসর্গ করে খেয়া পার হয়ে মানসী, চিত্রা ও পূরবী হিন্দুমেলায় গিয়ে বলাকা সিমেনা হলে "মায়ার খেলা" ও "বনফুল" ছবি দেখল। বিচিত্র

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

কল্পনার ক্ষণিকের জন্য শ্যামলী, মহুয়া ও পলাতকা, সোনা-ভান নবজাতকের আরোগ্য লাভের জন্য শেষ সংগীত গেয়ে পুনশ্চ তার রোগশয্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালালো।

অথবা,

মানসী, গীতাঞ্জলী, কড়ি ও কোমলকে নিয়ে বলাকায় চড়ে শ্যামলী হয়ে চিত্রানদীতে সোনারতরীর খেয়া পেরিয়ে সন্ধ্যাসঙ্গীত অনুষ্ঠানে যোগ দিত গেল। সেখানে কল্পনার জন্মদিনে ভানুসিংহ ঠাকুর নৈবদ্য-সানাই বাজিয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহুয়া-বনফুলের মালা উপহার দেয়, যেন নবজাতক আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে শেষ লেখা লিখছে।

**** মিলিয়ে নিন**-জন্মদিনে, চৈতালি, প্রভাত সংগীত (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ), কড়ি ও কোমল, উৎসর্গ, খেয়া (জগদীশ বসুকে উৎসর্গ); মানসী, চিত্রা- (১৪০০ সাল), পুরবী (আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে উৎসর্গ), হিন্দু মেলার উপহার, বলাকা, মায়ার খেলা, বনফুল (১ম লেখা-১৫ বছর বয়সে কবি কাহিনী প্রথম প্রকাশিত) বিচিত্রিতা, কল্পনা, ক্ষণিকা, শ্যামলী, মহুয়া, পলাতকা, সোনার তরী, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (ব্রজবুলি ভাষায় রচিত); নবজাতক, আরোগ্য, শেষ লেখা, গীতাঞ্জলী, গীতবিতান, গীতালী, পুনশ্চ, রোগশয্যা, সন্ধ্যাসংগীত।

রবী ঠাকুরের নাটকঃ তাসের দেশের ডাকঘরের পাশে মুকুট রাজা রক্তকবরী গাছের নীচে বসন্তের চিরকুমার সভার মুক্তধারার আলোচনায় তাপসীর অরুপরতন চেহারা কালের যাত্রায় অচলায়তন হওয়ায় প্রায়শ্চিত করতে বিসর্জনে যেতে হবে এটাকোন ধরনের মায়ার খেলা।

অথবা,

রাক্তকবরবীকে বিসর্জন দিয়ে মুক্তধারার রাজা অচলায়তনে চিরকুমার সভা ডাকলেন। প্রায়শ্চিত্তের ডাকঘরে জমলো বসন্ত কিন্তু তাসের দেশের চিত্রাঙ্গদা বৈকুন্ঠের খাতার মতো চন্ডালিকা।

অথবা,

রক্তকরবী বাল্মীকি প্রতিভা অচলায়তন অবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত ও বিসর্জন দিল তাপসী বাঁশরী ও ফাল্গুনী ডাকঘর এ বসে রাজা ঠাকুর দেখে পরিত্রাণ এর মায়ার খেলা।

রবী ঠাকুরের নৃত্য নাটকঃ রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-চন্ডা, শ্যামা, চিত্র।

প্রবন্ধঃ কালান্তরে পঞ্চভূত এখন মানুষের ধর্ম। তাই সভ্যতার সংকটে পড়েছে স্বদেশ।

অথবা,

কালান্ক-এ ভারতবর্ষ রাজা প্রজা আত্মশক্তি পরিচয়ে জানল স্বদেশ এ সভ্যতার সংকট হয়েছে ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য সাহিত্যের পথে সাহিত্যের স্বরুপ শব্দতত্ত্ব ছন্দ ও বাংলা ভাষার পরিচয় নামে প্রবন্ধ লিখলেন।

* তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথ কে গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাতের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস ও ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন। তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্প ও ১৯১৫টি গান। যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতান সংকলনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

মৃত্যুঃ ৭ আগষ্ট, ১৯৪১, ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮।

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•

বাংলা শর্টকাট মেথড

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: জীবনকাল : (১৮৩৮-১৮৯৪)

জন্ম: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নৈহাটি শহরের নিকটস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে। তারিখ ২৭ জুন, ১৮৩৮ অর্থাৎ ১৩ আষাঢ় ১২৪৫। চট্টোপাধ্যায়েদের আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার দেশমুখো গ্রামে।

বিবাহ: বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিয়ে হয় ১৮৪৯ সালে। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ১১ বছর। নারায়নপুর গ্রামের এক পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু চাকুরি জীবনের শুরুতে যশোরে অবস্থান কালে ১৮৫৯ সালে ঐ পত্নী মৃত্যু হয়। অতঃপর ১৮৬০ সালের জুন মাসে হালি শহরের বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কন্যা রাজলক্ষী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

মৃত্যু: ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে তাঁর বহুমূত্র রোগ বেশ বেড়ে যায়। এই রোগেই অবশেষে তাঁর মৃত্যু হয়, এপ্রিল ৮, ১৮৯৪ (বাংলা ২৬চৈত্র ১৩০০ সাল।)

উপন্যাস: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪টি উপন্যাস একটিমাত্র লাইনে সীমাবদ্ধ।

রাসী আন কবিরাই কদম দেবীর চন্দ্র যুগ।

উপন্যাস সমূহ:

১। রা--- রাজসিংহ: ঐতিহাসিক উপন্যাস।
২। সী---সীতারাম: সর্বশেষ উপন্যাস।
৩। আন---আনন্দমঠ: ঐতিহাসিক উপন্যাস। এতে দেশ প্রেম ফুটে উঠেছে।
৪। ক-কপালকুন্ডলা: বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস।
৫। বি-বিষবৃক্ষ: সামাজিক উপন্যাস।
৬। রা-রাঁধারাণি।
৭। ই-ইন্দরা।
৮। ক-কৃষ্ণকান্তের উইল: সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত।
৯। দ-দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রথম বাংলা উপন্যাস।
১০। ম-মৃণালিনী: এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও তুর্কি আক্রমনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত।
১১। দেবী-দেবী চৌধুরাণী।
১২। র-রজনী: বাংলা ভাষায় প্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস (সামাজিক)।
১৩। চন্দ্র-চন্দ্রশেখর।
১৪। যুগ-যুগালাঙ্গুরীয়।

অথবা,

রাজসিংহ-মৃণালীনি ও দেবীচৌধুরানী কে এক রজনীতে আনন্দমঠের বিষবৃক্ষের সামনে নিয়ে কৃষ্ণকান্ত ও সীতারামকে বললো তোরা দুর্গেশনন্দিনী ও কপাল কুন্ডলাকে ভুলে যা।

অথবা,

রাজসিংহ থেকে চন্দ্রশেখরের স্ত্রীদ্বয় রাধারাণী ও দেবী চৌধুরীরাণী চাঁদনী রজনীতে ইন্দিরা রোডের দুর্গেশ পথ ধরে আনন্দমঠের বিষবৃক্ষের নিচে এসে কৃষ্ণকান্তকে যুগলাঙ্গুরীয় উইল করায় মৃণালিনী সীতারামের কপাল কুন্তলা।

অথবা,

শোন ইন্দিরা রাজসিংহ থেকে চন্দ্রশেখর ও দেবী চৌধুরীরনীকে নিয়ে আনন্দমঠে বিষবৃক্ষের নিচের রাধারানী ও মৃণালিণী কৃষ্ণকান্ত যুগলাঙ্গুরীয় কপালকুন্ডলা সীতারামের পাশে দুর্গেশ রজনী অপেক্ষায় রইল।

বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাসমূহঃ

আদেশ

ব্যাখ্যাঃ আ=আনন্দমঠ, দে=দেবী চৌধুরাণী, শ=সীতারাম

প্রবন্ধঃ কমলাকান্তের দপ্তরের মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত্র বঙ্গদেশের কৃষক, কৃষ্ণ চরিত্র বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধের বিজ্ঞান রহস্য ও লোক রহস্যের সাম্য খুঁজে পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরঃ জীবনকালঃ (১৮২০-১৮৯১)

অনুবাদ গ্রন্থঃ বেতাল পঞ্চবিংশতির বাঙ্গালার ইতিহাসে শকুন্তলায় সীতার বনবাস হলে জীবন চরিত্রের ভ্রান্তিবিলাস কথামালায় বোধদয় হল বাসুদেব যার চরিত্র আর পাওয়া গেল না।

মৌলিক গ্রন্থঃ বিদ্যাসাগর রচিত প্রভাবতি সম্ভাষণ, ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা ও বর্ণ পরিচয় এ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্ববিষয়ক প্রস্তাব এবং বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্ববিষয়ক বিচার বইয়ে যা উল্লেখ ছিল তা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ জীবনকালঃ (১৮২৪-১৮৭৩)

কাব্যঃ বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা তিলোত্তমা সম্ভারের সাথে Captive Lady কে নিয়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর Vision of the past তৈরী করল।

অথবা,

মধুসূদন দত্ত মেঘণাবধ ও তিলোত্তমাসম্ভারের মূল কাহিনীকে অনুসরণ করে চতুর্দশ কবিতাবলীর শৈলীর বিন্যাস ঘটিয়ে বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনাকে নিয়ে Catative Lady এবং Vision of the past চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

ব্যাবাঃ মাইকেলের তিলোত্তমা সম্ভার, মেঘনাবদ, বীরাঙ্গনা কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী সনেটের অন্তর্ভূক্ত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য এগুলোর ভিন্ন।

নাটকঃ মায়াকাননে কৃষ্ণকুমারী শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতী পার হবেন।

অথবা,

মাইকেলে পদ্মাবতী মায়াকাননে শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারী জেলে।

প্রহসনঃ মাইকেল বুড়ো শালিকের ঘাঁড়ে রো ও একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন লিখে এবং বাংলা প্রথম গীতি কবিতা "আত্মবিলাপ" রচনা করেন।

জসীম উদ্দিনঃ জীবন কাল ঃ (১৯০৩-১৯৭৬)

জন্মঃ ১৯০৩ সালের ১ লা জানুযারী ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে।
মৃত্যুঃ ১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ,ঢাকা।

কাব্যঃ রাখালি গ্রামের সোজন বাদিয়ার ঘাটে রঙ্গিলা নায়ের মাঝি হাসু রূপবতী ও সুচয়নী হলুদ বরনি কন্যা সোকিনা এক পয়সার বাশি বাজিয়ে পদ্মা পাড়ের বালুর চরের ধান ক্ষেতে নিয়ে নকশিকাথার মাঠ উপহার দেয়। এ কথা শুনে মা জননী মাটির কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

অথবা,

রাখালী নকশী কাথার মাঠে ধানক্ষেতে বসে এক পয়সার বাঁশি বাঁজাতে বাজাতে সোজন বাদিয়ার ঘাটে রূপবতী হলুদ বরণ শাড়ী পড়ে সূচয়নীকে দেখে হাসুর মা জননী কান্নায় বালুর চরে বসে সকিনা কে ভয়াবহ সেই দিন গুলোতে মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো আমার কাফনের মিছিলে।

অথবা,

নকশীকাঁথার মাঠের ধানক্ষেতের পাশে দিয়ে রাখালী হলুদ বরণ সূচয়নীকে নিয়ে এক পয়সর বাঁশি বাঁজাতে বাজাতে সোজন বাদিয়ার ঘাটের নিকট আসিলে হাসুর মা জননী বালুচরে মাটির কান্নায় ভেঙ্গে পড়।

*উপরের রোমান্টিক গল্পটিতে (১) জসীম উদ্দীনের ১৩টি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। যথা রাখালী, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, হাসু, রূপবতী সূচয়নী, সোকিনা, এক পয়সার বাশি, বালুচর, ধান ক্ষেত, নকশিকাথার মাঠ, মা যে জননী কান্দে, মাটির কান্না।

অথবা,

হলুদ বরনীর দেশে হাসু, ডালিম কুমার, সখিনা ও সূচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে এক পয়সর বাশি বাজিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরী কবর জলে নকশী কাথার কাফন মুড়িয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালীর মা পল্লী জননী রঙ্গিলা নামের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল।

অথবা,

রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, রাখালী এক পয়সার বাঁশি হাতে ডালিম কুমার ও হাসুর সঙ্গে (তিনটি শিশুতোষ গ্রন্থ) সোজন বাদিয়ার ঘাট থেকে বালুচর, হলুদ বরণী ধানক্ষেত ও সূচয়নী নকশী কাঁথার মাঠ পেরিয়ে মাটির কান্না শুনে মনে পড়ল মা যে জননীয় কান্দে তখন মনের অজান্তেই বলল, সখিনা মাগো জালিয়ে রাখিস আলো।

ব্যাখ্যাঃ হলুদ বরনী, জলে লেখন, হাসু, নকশী কাথার মাঠ, ডালিম কুমার, কাফনের মিছিল, সখিনা, সোজন বাদিয়ার ঘাট, সুচয়নী, রাখালীর মা, ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, এক পয়সার বাঁশি, মা যে জননী কান্দে, ধানক্ষেত, বালুচর, মাটির কান্না।
নাটকঃ বেদের মেয়ে, পল্লীবধু, মধুমালাকে নিয়ে পদ্মপার হলো।

অথবা,

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

বাংলা শর্টকাট মেথড

জসীম উদ্দিনের বেদের মেয়ে গ্রামের মায়া ছেড়ে পদ্মপার হয়ে পল্লীবধু মধুমালার নাটক দেখতে গেল ।

অথবা,

পদ্মা পাড়ের বেদের মেয়ে মধুমালার সাথে অন্য গ্রামের মেয়ে এক পল্লীবধুর বন্ধুত্ব সবার মুখে মুখে ।

ব্যাখ্যাঃ পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধু, গ্রামের মেয়ে ।

উপন্যাসঃ বোবা কাহিনী ।

ভ্রমন কাহিনী ঃ * চলে মুসাফির, * যে দেশে মানুষ বড় * ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় ।

আত্মজীবনী ঃ জীবন কথা ।

* জসীম উদ্দিন এর রচনায় কুমুদরঞ্জর মল্লিক এর প্রভাব রয়েছে ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ জীবনকাল (১৮৭৬-১৯৩৮)

জন্মঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ হুগলী । মৃত্যুঃ ১৬ জানুয়ারী, ১৯৩৮ ।

উপন্যাসঃ বড়দিদি ও মেজদিদি অরক্ষনীয়াকে নিয়ে পথের দাবিতে বিরাজ বৌয়ের কাছে গেল । সেখানে দেবদাস, বিপ্রদাস ও শ্রীকান্ত ছিল । তারা সবাই এই পরিনীতা বামুনের মেয়ের চরিত্রহীন স্বামীকে পল্লী সমাজের সামনে শেষ প্রশ্ন করতে চাইল । শেষের পরিচয়ে বৈকুণ্ঠের উইল অনুযায়ী গৃহদাহ করলো ।

অথবা, অরক্ষনীয় গৃহের ছবি দেখে কাশীনাথ শ্রীকান্তকে বললেন, "চরিত্রহীন দেবদাস পশুর সমান" ।

ব্যাখ্যাঃ চ-চরিত্রহীন, দেব-দেবদাস, দেনাপাওনা, দাস-বিপ্রদাশ, প-পরিনীতা, শু-পন্ডিত মশাই, র-পথের দাবী, স-পল্লী সমাজ, মা-রামের সুমতি, ন-চন্দ্রনাথ ।

অথবা,

চরিত্রহীন দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে চন্দ্রনাথের বড়দিদি ও মেজদিদির অন্যরকম সম্পর্ক থাকায় দেনা পাওনা হিসাবে পল্লীসমাজ তাদের গৃহদাহ করল । কিন্তু শ্রীকান্ত ও শুভদা তাদের পথের দাবী তুলে শেষের পরিচয় পেয়ে শেষ প্রশ্ন করল । ফলে নববিধানে নিস্কৃতি মিললো এবং দত্তা বৈকুণ্ঠের উইল করিয়া বিরাজ বৌকে পরিনীতা হিসাবে গ্রহন করলো ।

ব্যাখ্যাঃ চরিত্রহীন, দেবদাস, বিপ্রদাস, দেনাপাওনা, চন্দ্রনাথ, বড়দিদি, মেজদিদি, দেনা পাওনা, পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, শুভদা, পথের দাবী, শেষের পরিচয়, শেষ প্রশ্ন, ননবিধা, নিস্কৃতি, দত্তা বৈকুণ্ঠের উইল, বিরাজ বৌ, পরিনীতা ।

অথবা,

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•

বাংলা শর্টকাট মেথড

শ্রীকান্ত ও শুভদা বিরাজবৌ কে নিয়ে বড়দি ও মেজদির দেনা-পাওনার কথা দত্তা কে বলেলো- এই শেষ প্রশ্ন এটাই শেষের পরিচয় পরিনীতা। নববিধানে নিস্কৃতি চেয়ে বৈকুণ্ঠের উইল হাতে নিয়ে চরিত্রহীন দেবদাস ও বিপ্রদাসের সাথে চন্দ্রনাথের পথের দাবী গৃহদাহ ও পল্লীসমাজের একি অবস্থা পন্ডিত মশাই।

গল্পঃ রামের সুমতি ছবিতে একাদশী বৈরাগী সতী বিলাসী মহেশ কে নিয়ে স্বামী পরেশের সঙ্গে মামলার ফল পেয়ে অভাগীর স্বর্গ কাশিনাথ মন্দিরে গেল।

অথবা,

বিন্দুর ছেলে মহেশ রামের সুমতি হলো না। সে বিলাসীকে নিয়ে মন্দিরে গেলই।

অথবা, বিলাসীর মেজদিদি বিন্দুর দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী, মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তার আজ কপর্দক শূন্য।

ব্যাখ্যাঃ ছবি, বিলাসী, পরেশ, সতী, মহেশ, মন্দির, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি।

প্রবন্ধঃ তরুনেরা বিদ্রোহ করলো স্বদেশ ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নারীর মূল্য বোঝাতে।

বেগম রোকেয়া ঃ জীবনকাল ঃ (১৮৮০-১৯৩২)

উপন্যাসঃ অবরোধ বাসিনী রোকেয়া পদ্মরাগ উপন্যাস লেখেন।

প্রবন্ধঃ মতচর, সুলতানার স্বপনএক ভিলসিয়া দ্বারা হত্যা করলো।

রোকেয়া রচনাঃ *পদ্মরাগ *মতিচুর * অবরোধবাসিনী * সুলতানার স্বপ্নকে * ডিলসিয়া দ্বারা হত্যা করতে চাইল।

প্রমথ চৌধুরীঃ জীবনকাল (১৮৬৮-১৯৪৬)

জন্মঃ আগষ্ট ৭, ১৮৬৮ যশোর। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল। বাংলাদেশের পাবনা জেলায় চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে।

মৃত্যুঃ সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৬ কলকাতা।

প্রবন্ধগ্রন্থঃ আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে বীরবলের হালকাতায় নানা কথা ও নানা চর্চা রয়েছে। এমনকি এতে তেল নুন লাকড়ি ও রায়তের কথাও রয়েছে।

গল্পগ্রন্থঃ নীল লোহিত, চার ইয়ারীর কথা শুনে আত্মহুতি (আহুতি) নিক্ষেপ করলেন।

তেল নুন লাকড়ির দোকানে গত বৈশাখে বীরবলের হালখাতা দ্বারা আমাদের আহুতি করা হয়েছে। সে দোকানে অনেক লোকের পদচারণ ঘটল এবং আত্মকথা কথা হল ও নানা চর্চা হল। নীল লোহিতের, রায়তের কথা, চার ইয়ারী কথা পর্যন্ত উঠে আসল সকলের মুখে মুখে। আর সকলের হিসাব দেখা গেল সনেট পঞ্চাশৎ থেকে।

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT

রচনাসমগ্রঃ তেল নুন লাকড়ী (১৯০৬); বীরবলের হালখাতা (১৯১৭); রায়তের কথা (১৯১৯); আহুতি; প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৫২); নানাচর্চা (১৯২৩); প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য হিন্দু মুসলমান (১৯৫৩); সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩); চার-ইয়ারি কথা (১৯১৬), The Story Of Bengali Literature (১৯১৭), পদচারণ (১৯১৯), রায়তের কথা (১৯২৬), নীললোহিত (১৯৩২) ও আত্মকথা (১৯৪৬)।

মৃত্যুঃ সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৬ কলকাতা।

জহির রায়হান ঃ জীবনকাল ঃ (১৯৩৫-১৯৭২)

উপন্যাসঃ বরফ গলা নদীর পাশে শেষ বিকেলে মেয়ের তৃষ্ণায় হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছি। আর কতদিন লাগবে আরেক ফাল্গুন আসতে, নাকি কয়েকটি মৃত্যু চায়।

অথবা,

হাজার বছর ধরে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত শেষ বিকেলের মেয়ে আর কত দিন তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বরফ গলা নদীর পাশে অপেক্ষা করবে।

অথবা,

ওগো শেষ বিকেলের মেয়ে, তোমার জন্য হাজার বছর ধরে বরফ গলা নদীর তীরে তৃষ্ণায় কয়েকটি মৃত্যু, আরেক ফাল্গুনের অপেক্ষায় থাকবো আর কত দিন।

অথবা,

হাজার বছর ধরে শেষ বিকালের মেয়ে আর কতদিন তৃষ্ণা মেটানোর জন্য বরফ গলা নদীর পাশে আরেক ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

জহির রায়হানের চলচ্চিত্রঃ আমার জীবন থেকে নেয়া আনোয়ারা কাঁচের দেয়াল হয়ে গেল। অন্যদিকে বেহুলা ও কখনো আসে নি। তাই বললা লেট দেয়ার বি লাইট কিন্তু জহির রায়হান বললেন স্টপ জেনোসাইড।

** এক নজরে মিলিয়ে নেই-জীবন থেকে নেয়া, আনোয়ারা, কাঁচের দেয়াল, বেহুলা, কখনো আসেনি, লেট দেয়ার বি লাইট, স্টপ জেনোসাইড।

ফররুখ আহমেদঃ জীবনকালঃ (১৯১৮-১৯৭৪)

কাব্যঃ সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা মুহূর্তের মধ্যেই নৌফেল ও হাতেম তাই এর জন্য পাখির বাসা বানাল।

অথবা,

সাত সাগরের মাঝি নৌফেল ও হাতেম ফররুখ আহমেদের শ্রেষ্ঠ কবিতা মুহূর্তের কবিতা বলতে পারায়, সিরাজুম মুনীরা তাদেরকে পাখির বাসা উপহার দিল।

অথবা,

হাতেম তায়ী এক সিরাজুম মুনীরা যিনি সাত সাগরেরমাঝি হয়ে মুহূর্তের কবিতা রচনা করেন।

ব্যাখ্যাঃ সাত সাগরের মাঝি, সিরাজুম মুনীরা, মুহূর্তের কবিতা, হাতেম তাই, নোফেল ও হাতেম, পাখির বাসা।

দরিয়া, শেষ রাত্রি, লাশ, সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্তর্গত।

অথবা,

হাতেমতায়ী সেনাপতি নৌফেল ও হাতেমকে সঙ্গে নিয়ে সাতসাগর পার হয়ে রাজকন্যা সিরাজুম মুনীরাকে উদ্ধার করেছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ হাতেমতায়ী=হাতেমতায়ী (কাহিনী কাব্য-১৯৬৬)

সেনেপতি= (...............)

নৌফেল ও হাতেমকে=নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য-১৯৬১)

সাতসাগার=সাত সাগরের মাঝি (দরিয়া, শেষ রাত্রি, লাশ সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্ত র্গত।)

রাজকন্যা [...........]

সিরাজুম মুনীরা=সিরাজুম মুনীরা [১৯৫২]

শামসুর রহমান ঃ জীবনকাল ঃ (১৯২৯-২০০৬)

জন্ম ঃ তিনি ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরান ঢাকার ৪৬ নম্বর মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহন করেন। তার পৈত্রিক বাড়ি ঢাকা জেলার রায়পুর থানার পাড়াতলী গ্রামে।

কাব্যঃ বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে উঠলো দুঃসময়ের মুখোমুখি বন্দী শিবির থেকে বললো, আমি অনাহারী, বিধ্বস্তী নীলিমা, ফিরিয়ে নাও ঘাতক-কাটা। রৌদ্র করোটিতে তখন প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে এক ফোঁটা কেমন অনল ঝরলো উদ্ভদ উটের পিঠ থেকে। বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।

শিশু সাহিত্যঃ এলাটিং বেলাটিং একটা স্মৃতির শহর, সেখানে গোলাপ ফোঁটে খুকির হাতে আজও ধান বানলে কুঁড়ো দিব।

উপন্যাসঃ অক্টোপাস (১৯৮৩), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)

আত্মস্মৃতিঃ স্মৃতির শহর (১৯৭৯), কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)

অনুবাদ কবিতাঃ ফ্রস্টের কবিতা (১৯৬৬); রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা (১৯৬৮) খাজা ফরিদের কবিতা (১৯৬৮)

অনুবাদ নাটকঃ হৃদয়ের ঋতু (মূলঃ টেনেসি উইলিয়ামস); মার্কোমিলিয়ামস্ (মুলঃ ইউজিন ও'নীলঃ ১৯৬৭), হ্যামলেট (মূলঃ উইলিয়াম শেক্সপিয়রঃ ১৯৯৫)।

মৃত্যুঃ কবি শামসুর রহমান ২০০৬ সালের ১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৩৫ মিনিটে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঢাকাস্থ বনানী কবরস্থানে নিজ মায়ের কবরের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

বেগম সুফিয়া কামাল ঃ জীবনকাল (১৯১১-১৯৯৯)

জন্মঃ সুফিয়া কামালের জন্ম ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে এক অভিজাত পরিবারে।

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT •

মৃত্যুঃ ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় সুফিয়া কামাল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিতকরা হয়। বাংলাদেশী নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভকরেন।

কাব্যগ্রন্থঃ উদাত্ত পৃথিবীতে সাঁঝের মায়া সেন এক অভিযাত্রিক।

কাব্যগ্রন্থঃ

- সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)
- মায়া কাজল (১৯৫১)
- মন ও জীবন (১৯৫৭)
- শান্তি ও প্রার্থনা (১৯৫৮)
- উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪)

গল্পঃ

- কেয়ার কাটা (১৯৩৭)

ভ্রমনকাহিনীঃ

- সেভিয়েতে দিনগুলি (১৯৬৮)

স্মৃতিকথা ঃ

- একাত্তুরের ডায়েরী (১৯৮৯)
- সুফিয়া কামাল একালে আমাদের কাল নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেছেন। তাতে তাঁর ছোটবেলার কথা এবং রোকেয়া প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

পুরস্কারঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য সুফিয়া কামাল অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৬১ সালে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'তঘমা-ই-ইমতিয়াজ নামক জাতীয় পুরস্কার লাভ করনে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের কারণে তিনি তাহা বর্জন করেন। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুরস্কারঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), মুক্তধারা পুরস্কার (১৯৮২), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), Women's Federation for World Peace Crest (১৯৯৬) এবং Czechoslovakia Medal (১৯৮৬) সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন।

সেলিনা হোসেনঃ জীবনকাল (১৯৪৭-বর্তমান)

জন্মঃ ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহীতে।

হাঙ্গর নদীর গ্রেনেডে জলোচ্ছ্বাস দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা পোকামাকড়ের ঘর বসতির যাপিত জীবন ছেড়ে নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি শুনে মগ্ন চৈতন্যে শিস দিতে দিতে নীলময়ূরের যৌবনে ফিরে গেল।

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল •

মীর মোশাররফ হোসেন : জীবনকাল : (১৮৪৭-১৯১১)

জন্ম ঃ ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭, কুষ্টিয়া, মৃত্যুঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৯১১।

উপন্যাস ঃ রাজিয়া খাতুন রত্নাবতীর বিষাদ সিন্ধু লিখিত বাঁধাখাতা গাজী মিয়ার বস্তানীতে উপস্থাপন করলেন, আসলে এটা কি উদাসীন পথিকের মনের কথা নাকি নিয়তি কি অবনতি।

অথবা,

গাজী মিয়ার বস্তানী, প্রথম উপন্যাস রত্নাবতী তে রাজিয়া খাতুনের বাঁধা খাতায় নিয়তির কি অবনতি উদাসীন পথিকের মনের কথা, বিষাদ সিন্ধু পড়লে বুঝা যায়।

অথবা,

রত্নবতী বিষাদসিন্ধুর পানে তাকিয়ে থাকা উদাসীন পথিকের মনের কথা বুঝতে পেরে বাঁধা খাতাটি গাজী মিয়ার বস্তানীতে রাখলেন।

ব্যাখ্যা ঃ রত্নাবতী-বাংলা সাহিত্যের মুসলমান রচিত ১ম উপন্যাস, বিষাদসিন্ধু, গাজীমিয়ার বস্তানী, বাঁধা খাতা, উদাসীন পথিকের মনের কথা।

প্রহসন ঃ ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল? এর উপায় কি?
ভাই ভাই এটা তো চাই, একি, এর উপর কি, ফাঁস কাগজ।

নাটক ঃ বেটা বসন্ত জমিদার।

ব্যাখ্যা ঃ বে-বেহুলা গীতাভিনয়, টা-টালা অভিনয়, বসন্ত-বসন্ত কুমারী, জমিদার-জমিদার দর্পন।

অথবা,

বসন্তকুমারী রাজা জমিদার দর্পনের নিকট বেহুলার সাথে গীতাভিনয় করলেন।

কাব্যগ্রন্থ ঃ গোরাই ব্রীজের মোসলেম বীরত্ব পঞ্চনারী সঙ্গীত লহরীর কাব্যের কথা মীর মোশাররফ ভাল করেই জানতেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রঃ জীবনকালঃ (১৮১৪-১৮৮৩)

জন্ম ঃ কলকাতায় ১৮১৪ সালের ২২শে জুলাই জন্মগ্রহন করেন।

উপন্যাসঃ আলালের ঘরের দুলাল হয়ে মদ খাওয়া বড় দায়। তারপরও আধ্যাত্মিকা মনে অভেদী হয়ে মদ খেলে জাত থাকার কি উপায় আছে?

সাহিত্য সম্পাদনা ঃ আলালের ঘরের দুলাল (তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস।) উল্লেখ্য যে, এখানে তিনি যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা আলালী ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছিল The spoiled child নামে।

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT

- মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়(১৮৫৯) উদ্ভট কল্পনা তাঁর এ গ্রন্থে লক্ষ করা যায়।
- অভেদী (১৮৭১)
- আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)
- The Zemindar and Ryots এই গ্রন্থটি তখনকার সময়ে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। কারণ এটি রচিত হয়েছিলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

মৃত্যুঃ ১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর তিনি মারা যান।

মুনীর চৌধুরী ঃ জীবনকাল ঃ (১৯২৫-১৯৭১)

জন্মঃ ২৭শে নভেম্বর, ১৯২৫।

মুখরা রমনীর শয়নকক্ষে রুপার কৌটায় রাখা দন্ডকারন্যোর রক্তাক্ত প্রান্তরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারেনা।

অনুবাদ নাটকঃ মুখরা রমনী বশীকরণ, রুপার কোটা, কেউ কিছু বলতে পারে না।

নাটকঃ রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, দন্ডকারণ্য, কবর।

অথবা,

নাটকঃ মুখরা রমনী বশীকরণ নাটকে দন্ডকারণ্য দের উদ্দেশ্য রুপার কোটার ভিতর করে কেউ কিছু বলতে পারেনা শিরোনাম একটি একটি চিঠি নিয়ে আসে যাতে লেখা আছে রক্তাক্ত প্রান্তর এবং পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য স্থানের শহীদদের কবর দেয়ার কথা।

প্রবন্ধঃ মীর মানস বাংলা গদ্য রীতিতে ড্রাইডেন ও ডি.এল.রায় এর তুলনামূলক সমালোচনা করেন।

উল্লেখ্যযোগ্য রচনাবলি।

নাটকঃ

রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), (পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনী এর মুল উপজীব্য। নাটকটির জন্য তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান।)

- চিঠি (১৯৬৬)
- কবর (১৯৬৬) (নাটকটির পটভূমি হলো ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন।)
- দন্ডকারণ্য (১৯৬৬)
- পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)

অনুবাদ নাটকঃ

- কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৯), জর্জ বার্নার্ড শ-র You never can tell-এর বাংলা অনুবাদ।
- রুপার কোটা (১৯৬৯) জর্জ গলজওয়ার্দি-র The Silver Box এর বাংলা অনুবাদ।

- মুখরী রমনী বশীকরণ (১৯৭০) উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের Taming of the Shrew এর বাংলা অনুবদা।

প্রবন্ধ গ্রন্থঃ

- ড্রাইডেন ও ডি.এল.রায় (১৯৬৩, পরে তুলনামুলক সমালোচনা গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত।)
- মীর মানস (১৯৬৫)
- রণাঙ্গন (১৯৬৬), সৈয়দ শামসুল হক ও রফিকুল ইসলামের সাথে একত্রে।
- তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯)
- বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)

পুরস্কারঃ

- বাংলা একাডেমী পুরস্কার (নাটক) ১৯৬২।
- দাউদ পুরস্কার (মীর মানস গ্রন্থের জন্য) ১৯৬৫
- সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৬)

মৃত্যুঃ ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের সহযোগী আল-বদর বাহিনী তাঁর বাবার বাড়ি থেকে অপহরণ করে ও সম্ভবত ঐদিন তাকে হত্যা করে।

হুমায়ুন আহমেদ ঃ জীবনকাল ঃ (১৯৪৮-২০১২)

জন্মঃ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর রোজ শনিবার রাত ১০.৩০ মিনিটে তৎকালীন ময়মনসিংহ বর্তমানে নেত্রকোণায় জন্মগ্রহন করেন।

উপন্যাসঃ মহাপুরুষ তার প্রিয়তমেষুকে শঙ্খনীল কারাগার ও নন্দিত নরকের এই সব দিন রাত্রির নিশিকাব্যের জোছনা ও জননীর গল্প শুনতে লাগল। এমন সময় সম্রাট নীল অপরাজিতা-কে আগুনের পরশমনির মত বলল কে কথা কয়? আমরা দূরে কোথাও গিয়ে দুই দুয়ারীর জয়জয়ন্তীর গল্প শুনলাম।

ব্যাখ্যাঃ মহাপুরুষ, প্রিয়তমেষু, শঙ্খনীল কারাগার, নন্দিত নরকে (প্রথম উপন্যাস), এই সব দিন রাত্রি, নিশিকাব্য, জোছনা ও জননীর গল্প, সম্রাট, নীল, অপরাজিতা, আগুনের পরশমনি, কে কথা কয়, দুই দুয়ারী, জয়জয়ন্তী।

গল্পঃ এলেবেলে (রম্য রচনা)।

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থঃ বল পয়েন্ট, কাঠপেন্সিল ও রং পেন্সিল একেছেন তিনি মিছির আলী ও হিমুকে নিউয়র্কের আকাশে তখন ঝকঝকে রোদ (সর্বশেষ রচনা)।

** ছোটকালে হুমায়ুম আহমেদের নাম রাখা হয়েছিল শামসুর রহমান; ডাকনাম কাজল। তাঁর পিতা নিজের নাম ফয়জুর রহমানের সাথে মিল রেখে ছেলের নাম রাখেন শামসুর রহমান। পরবর্তীতে তিনি নিজেই নাম পরিবর্তন করে হুমায়ুন আহমেদ রাখেন। হুমায়ুন আহমেদের ভাষায়, তাঁর পিতা ছেলে-মেয়েদের নাম পরিবর্তন করতে পছন্দ করতেন। ১৯৬২-৬৪ সালে চট্টগ্রামে থাকাকালে হুমায়ুন আহমেদের নাম ছিল বাচ্চু। তাঁর ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর

ইকবালের নাম আগে ছিল বাবুল এবং ছোটবোন সুফিয়ান নাম ছিল শেফালি। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আহসান হাবীব রম্য সাহিত্যিক এবং কার্টুনিস্ট। **

মৃত্যুঃ মলাশয়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ নয় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২০১২ সালের ১৯ জুলাই-এ স্থানীয় সময় ১১.২০ মিনিটে নিউ ইয়র্কের বেলুভ্য হসপিটালে এই নন্দিত লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

আখতারুজ্জমান ইলিয়াসঃ জীবনকাল ঃ (১৯৪৩-১৯৯৭)

জন্মঃ আখতারুজ্জমান মোহাম্মদ ইলিয়াছ ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের গাইবান্দা জেলার গোটিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। তার ডাক নাম মঞ্জু। তার পৈত্রিক বাড়ি বগুড়া জেলায়।

উপন্যাসঃ চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) খোয়াবনামা (১৯৯৬)

ছোট গল্প সংকলনঃ অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দধুভাত উৎপাত (১৯৮৫); দোযখের ওম (১৯৮৯); জাল স্বপ্ন; স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)

প্রবন্ধ সংকলনঃ সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (২২টি প্রবন্ধ)

ছোট গল্প তালিকাঃ প্রেমের গপ্পো; রেইনকোট; জাল স্বপ্ন; স্বপ্নের জাল; ফোঁড়া; কান্না; নিরুদ্দেশ যাত্রা; যুগলবন্দি; ফেরারী; অপঘাত; পায়ের নিচে জল; দুধভাত উৎপাত; সন্তু; ঈদ; মিলির হাতে স্টেনগান।

মৃত্যুঃ ১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী আখতারুজ্জমান ইলিয়াস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জীবনকাল (১৯০৮-১৯৫৬)

জন্মঃ ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মে পিতার কর্মস্থলে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে তিনি জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নিকট মালবদিয়া গ্রামে।

উপন্যাসঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শহরতলীতে আরোগ্য লাভ করলে পদ্মানদীর মাঝি সোনার চেয়ে দামী পুতুল নাচের ইতিকথার কথা দিবারাত্রিতে জননীর কাছে বলে।

অথবা,

শহরতলীতে শহরবাসের ইতিকথা বলতে গিয়ে পদ্মা নদীর মাঝির জননীর দিবা রাত্রির কাব্য, পতুলনাচের ইতিকথার মতোই আরোগ্যহীন হয়ে উঠলো অহিংস স্বাধীনতার স্বাদ তার কাছে সোনার চেয়ে দামী।

অথবা,

পদ্মা নদীর মাঝি মানিক তার সোনার চেয়ে দামী জননী, শহর তলিতে ইতি কথার পরে কথা শুনলেন।

বাংলা শর্টকাট মেথড

ব্যাখ্যাঃ শহরতলী, আরোগ্য, পদ্মানদীর মাঝি, সোনার চেয়ে দামী, পুতুল নাচের ইতিকথা, ইতিকথার পরের কথা, দিবারাত্রির কাব্য, জননী।

ছোটগল্পঃ অতসী মামী প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ এর মত আজকাল আমার সাথে লাগে/জেগে আছে।

অথবা,

প্রাগৈতিহাসিক মিহি ও মোটা কাহিনীর সরীসৃপটি সমুদ্রের স্বাদ নিয়ে অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প শুরু করলো।

ব্যাখ্যাঃঅতসী মামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, আজকাল পরশু।
[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় কলম-পোষা-মজুর]

গ্রন্থতালিকাঃ

উপন্যাসঃ

* জননী (১৯৩৫) * দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫) * পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) * পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) * জীবনের জটিলতা (১৯৩৬) * অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮) * শহরতলি (প্রথম খন্ড) (১৯৪০) * সহরতলি (দ্বিতীয় খন্ড) (১৯৪১) * অহিংসা (১৯৪১)	* ধারাবাঁধা জীবন (১৯৪১) * চতুষ্কোণ (১৯৪২) *প্রতিবিম্ব (১৯৪৩) *দর্পণ (১৯৪৫) *চিন্তামনি (১৯৪৬) * সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬) *চিহ্ন (১৯৪৭) * আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭) * জীয়ন্ত (১৯৫০)	* পেশা (১৯৫১) * স্বাধীতার স্বাদ (১৯৫১) * সোনার চেয়ে দামী (প্রথম খন্ড) (১৯৫১) *সোনার চেয়ে দামী (দ্বিতীয় খন্ড) (১৯৫২) *পাশাপাশি (১৯৫২) *সার্বজনীন (১৯৫২) *নাগপাশ (১৯৫৩) * ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)	*আরোগ্য (১৯৫৩) * চালচলন (১৯৫৩) * তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩) * হরফ (১৯৫৪) * শুভাশুভ (১৯৫৪) *পরাধীন প্রেম (১৯৫৫) * হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬) * মাশুল (১৯৫৬)

ছোটগল্পঃ

* অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫) * প্রাগৈতিহাসিক	* বৌ (১৯৪০) * সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) * ভেজাল (১৯৪৪)	* আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬) *পরিস্থিতির	* ছোট বড় (১৯৪৮) * ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)

RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT

(১৯৩৭) *মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮) * সরীসৃপ (১৯৩৯)	* হলুদ পোড়া (১৯৪৫)	(১৯৪৬) * খতিয়ান (১৯৪৭) * মাটির মাশুল (১৯৪৮)	* ফেরিওলা (১৯৫৩) * লাজুকলতা (১৯৫৪)

নাটকঃ ভিটেমাটি (১৯৪৬)

মৃত্যুঃ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু।

দীনবন্ধু মিত্রঃ জীবনকাল (১৮৩০-১৮৭৩)

নাটকঃ লীলাবতী, নীল দর্পনে নবীন তপস্বিনীকে নিয়ে কমলে কাহিনীকে দেখল।

ব্যাখ্যাঃ লীলাবতী; নবীন তপস্বিনী; কমলে কাহিনী; নীল দর্পনে।

প্রহসনঃ বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক, সধবার একাদশীকে বিয়ে করলো। বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, জামাই বারিক।

** নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে লীলদর্পণ নাটক দেখলে এক বুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

প্রহসনঃ বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী।

নাটকঃ লীলাবতী; নবীন তপস্বিনী, কমলে কানীনি, নীল দর্পন।

[বিঃ দ্রঃ নীল দর্পন- ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পন নাটকটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ১৮৬১ সালে। নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা ছুড়ে মেরেছিল।]

* তিনি ১৮৭১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি পান।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তঃ জীবনকাল (১৮১২-১৮৫৯)

জন্মঃ ১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন (মার্চ ১৮১২) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহন করেন।

কবিতাঃ বাঙ্গালি মেয়ে আনারস আর তপসে মাছ খেয়ে নীল হয়ে গেলো।

ব্যাখ্যাঃ বাঙ্গালি মেয়ে, আনারস, তপসে মাছ, নীলকর।

মৃত্যুঃ ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১০ মাঘ (২৩ জানুয়ারী ১৮৫৯) তাঁর মৃত্যু হয়।

RIYAD SAWKAT • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল

এস.ওয়াজেদ আলীঃ জীবনকালঃ (১৮৯০-১৯৫১)

জন্মঃ ১৮৯০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার বড় তাজপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহন করেন।

ওয়াজেদ আলীর গ্রনাডার শেষ বীর ভবিষ্যতের বাঙ্গালীদের জীবনের শিল্প নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মাস্তকের দরবারে গেল।

মৃত্যুঃ ১৯৫১ এ মৃত্যু।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ঃ জীবনকালঃ (১৮৯৪-১৯৫০)

জন্ম ঃ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁচারপাড়ায় নিকটবর্তী ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম।

উপন্যাস ঃ পথের পাঁচালি (১৯২৯); অপরাজিত (১ম ও ২য় খন্ড, ১৯৩২) দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫) আরণ্যকে (১৯৩৯) আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০) বিপিনের সংসার (১৯৪১), দুই বাড়ি (১৯৪১); অনুবর্তন (১৯৪২) দেবযান (১৯৪৪); কেদার রাজা (১৯৪৫); অথৈজল (১৯৪৭); ইছামতী (১৯৫০); অশনি সংকেত (অসমাপ্ত, বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); দম্পতি (১৯৫২)

ভ্রমনকাহিনী ও দিনলিপিঃ অভিযাত্রিক (১৯৪০); স্মৃতির রেখা (১৯৪১) তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩) ঊর্মিমুখর (১৯৪৪), বনে পাহাড়ে (১৯৪৫); উৎকর্ণ (১৯৪৬); হে অরণ্য কথা ও কও (১৯৪৮)।

মৃত্যুঃ ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখ বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খন্ড) ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার ঃ জীবনকালঃ (১৯২৭-১৯৭১)

জন্মঃ ১৯২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ । তার বাবার নাম মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ এবং মায়ের নাম সৈয়দা সুফিয়া খাতুন।

টেকনিকঃ

সংসপ্তক উপন্যাসের কাহিনীতে সারেং বউ পেশোয়ার থেকে তাসখন্ড যান রাজবন্দির রোজনামচা জানতে।

সাহিত্যকর্ম ঃ

* সারেং বৌ, উপন্যাস (১৯৬২), (চলচ্চিত্র রূপ ১৯৭৮)।
* সংশপ্তক, উপন্যাস (১৯৬৫)।

পুরস্কার তালিকাঃ

- আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২)

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

- বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২)
- স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৮)

ব্যক্তিগত জীবনঃ
শহীদুল্লাহ কায়সার দুইবার বিয়ে করেছিলেন। তিনি প্রথমে পশ্চিমঙ্গের রাজ্যমন্ত্রী ও চিকিৎসক আর আহমেদের কন্যা জোহরা খাতুনকে বিয়ে করেন। বিবাহবিচ্ছেদের পরে শহিদুল্লাহ কায়সার ১৯৬৯ সালে পান্না চৌধুরীকে বিয়ে করেন। পান্না কায়সার ১৯৯৬-২০০১ সালের জাতীয় সংসদে আওয়ামীলীগের একজন সাংসদ ছিলেন। তাঁদের দুইটি সন্তান, আমি কায়সার ও শমী কায়সার। শমী টেলিভিশণ ও চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।
মৃত্যুঃ ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর কজন সদস্য তাঁকে তাঁর বাসা ২৯ বি কে গাঙ্গুলী লেন থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আর ফেরিন নি।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীঃ জীবনকাল (১৮৭১-১৯৩১)

উপন্যাসঃ রানুর ফিতা।
রা-রায় নন্দিনী, নূর-নুর উদ্দিন, ফি-ফিরোজা বেগম, তা-তারাবাঈ।
কাব্যঃ নব-উদ্দীপনা উচ্ছাসে অনল প্রবাহে তুরস্কে ভ্রমন করে স্পেন বিজয় করল।
ব্যাখ্যাঃ নবউদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, অনল প্রবাহ।
ভ্রমন কাহিনীঃ তুরস্ক ভ্রমন।
মহাকাব্যঃ স্পেন বিজয়

আবু ইসহাকঃ জীবকালঃ (১৯২৬-২০০৩)

জন্মঃ ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর শরিয়তপুর জেলার নাড়িয়ার শিরমঙ্গল গ্রামে।
মৃত্যুঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

রচনাবলীঃ আবু ইসহাক পদ্মার পল্লীতে সুর্যদীঘল বাড়ীতেবসে উপন্যাসের জাল বোনে, নিজ হারেমে বসে মহা পতঙ্গ গল্প লেখে। আর মৃত্যু অবধি ২০০২ পর্যন্ত লেখেন সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।

উপন্যাসঃ সুর্যদীঘল বাড়ী, পদ্মার পল্লী জাল।
গল্পগ্রন্থঃ হারেম, মহাপতঙ্গ।

* বাংলা একাডেমী প্রকাশিত তার সম্পাদনাকৃত অভিধান-সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।

সিকান্দার আবু জাফরঃ জীবনকালঃ (১৯১৮-১৯৭৫)

জন্ম ঃ সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৮ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন।

রচনাবলী ঃ সিকান্দারের পূরবী তিমির রাত্রির প্রসন্ন প্রহরে নতুন সকালে বৈরী বৃষ্টিতে ভিজে বৃশ্চিক লগ্নে বাংলা ছাড়ল।

উপন্যাসঃ পূরবী (১৯৪১), নতুন সকাল (১৯৪৬)

কবিতা ঃ প্রসন্ন শহর (১৯৬৫) , তিমিরান্তিক (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), বৃশ্চিক-লগ্ন (১৯৭১) বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)

নাটকঃ সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৬), শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫২), মাড়কসা (১৯৬০)

ছোট গল্পঃ মাটি আর অশ্রু (১৯৪২)

মৃত্যুঃ ১৯৭৫ সালের ৫ আগষ্ট সিকান্দার আবু জাফর মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীঃ জীবনকালঃ (১৯০৪-১৯৭৪)

রচনাবলীঃ মুজতবা আলীর শবনম অবিশ্বাস্য ভাবে দেশে বিদেশে ঘুরে পঞ্চতন্ত্র নিয়ে চাচা কাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী ও টুনি মেমকে নিয়ে পাদটীকা লিখেছেন।

নুরুল মোমিন ঃ জীবনকাল (১৯০৮-১৯৯০)

জন্মঃ নুরুল মোমেন নভেম্বর ২৫, ১৯০৮ সালে তৎকালীন যশোর জেলা বর্তমান ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় জন্মগ্রহন করেন।

নাটকঃ নেমেসিস এর রূপান্তর নয়া খান্দান যদি এমন হত এইটুকু জীবনটাতে যেমন ইচ্ছে তেমন করে ঠিক চলার পথ বেছে নেয়া যেত। আইনের অন্তরালে অন্ধকারটাই আলো শতকরা আশিভাগ। ভাই ভাই সবাই লন্ডন প্রবাসে আদিখ্যেতা করে আলো ছায়া নিয়ে হ-য-ব-র-ল রূপকথা লিখেছে।

সাহিত্যকর্মঃ রূপান্তর নেমেসিস; যদি এমন হতো; নয়া খান্দান, আলোছায়া; শতকরা আশি; আইনের অন্তরালে; রূপকথা; ভাই ভাই সবাই; এইটুকু এই জীবনটাতে যেমন ইচ্ছা তেমন; আদিখ্যোতা; লন্ডন প্রবানে হ-য-ব-র-ল; অন্ধকারটাই আলো (১৯৬৪); ঠিক চলার পথ

*** আধুনিক বাংলা নাটকে অগ্রনী ভূমিকার জন্য তাকে "নাট্যগুরু" হিসেবে সম্বোধন করা হয়।**

মৃত্যুঃ ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৯০।

সেলিম আল দীনঃ জীবনকালঃ ১৯৪৮-২০০৮

জন্ম ঃ ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট ফেনীর সোনাগাজী থানার সেনেরখিল গ্রামে।

নাটকঃ মনুতাসীর যৈবতী কন্যার বনপাংশুল মন নিয়া হরগজ, হতহদাই, দেয়, নিমজ্জন।

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহঃ "জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন" (১৯৭৫), বাসন (১৯৮৫), মুনতাসির, শকুন্তলা; কীর্তনখোলা (১৯৮৬); কেরামত মঙ্গল (১৯৮৮); যৈবতী কন্যার মন (১৯৯৩); চাকা (১৯৯১) ধাবমান: স্বর্ণবোয়াল (২০০৭) পুত্র, বনপাংশুল।

মৃত্যুঃ তিনি ২০০৮ সালের ১৪ জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন।

কায়কোবাদঃ জীবনকাল (১৮৫৭-১৯৫১)

জন্মঃ ১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আগলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহন করেন।

কাব্যঃ আমিয়ের সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিল।

অথবা,

অশ্রুমালা মহরম শরীফে কুসুম কানুন গিয়ে অমিয় ধারায় বিরহ বিলাপ করিতেছে। কারণ কিছুক্ষণ পরেই তাকে শিবমন্দিরের পাশে মহাশ্মাশান নিয়ে শ্মাশান বন্ম করা হবে।

অথবা,

কুসুম কানন এর শিব মন্দিরে বসে শ্রীবন্তী মাহাশ্মশান ঘাটের শ্মশান ভন্ম এর দিকে তাকিয়ে বিরহ বিলাপ করিতেছিল এবং তার চোখ দিয়ে আমিয় ধারায় অশ্রুমালা ঝরতেছিল।

ব্যাখ্যাঃ আমিয়ধারা; কুসুমকানন; মহরম শরীফ; বিরহ বিলাপ; শিব মন্দির; অশ্রুমালা, মহাশ্মাশান, মহাকাব্য।

কাব্যগ্রন্থ হচ্ছেঃ বিরহ বিলাপ (১৮৭০) (এটি তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ), কুসুম কানন (১৮৭৩), অশ্রুমালা (১৮৯৫), মহাশ্মাশান (১৯০৪) (এটি তার রচিত মহাকাব্য), শিব-মন্দির (১৯২২), অমিয়ধারা (১৯২৩), শ্মশান-ভন্ম (১৯২৪), ও মহরম শরীফ (১৯৩২), প্রেমের ফুল (১৯৭০), প্রেমের বাণী (১৯৭০), প্রেম পরিজাত (১৯৭০), মন্দাকিনী ধারা (১৯৭১), গুচ্ছ পাকে প্রমের কুঞ্জ (১৯৭৯) প্রকাশিত হয়।

* বাংলা সাহিত্যের মূসলমান কর্তৃক রচিত ১ম মহাকাব্য। মহাশ্মশান ১৯০৩ সালে রচিত হয়। এটি পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে রচিত।
* আধুনিক বাংলা মুসলমান মহাকাব্য ধারার শেষ কবি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি। তাকে মহাকবিও বলা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী, কায়কোবাদ, তাঁর সাহিত্যেক ছদ্মনাম।
* তিনি বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা।
* ১৯৫১ সালের ২১ জুলাই ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•

আল মাহমুদ ঃ জীবনকাল (১৯৩৬)

জন্মঃ ১১ জুলাই, ১৯৩৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোড়াইল গ্রামে।

আল মাহমুদের একটি প্রেমের কবিতা ঃ

সৌরভের কাছে পরাজিত হয়ে
দোয়েল ও দয়িতা কে সাথেনিয়ে ,
বখতিয়ারের ঘোড়ায় চড়ে,
খুঁজেছি তোকে লোক-লোকান্তরে।
কালের কলস কাধে নিয়ে
গিয়েছি আমি পাখির কাছে, ফুলের কাছে
ময়ুরী! শুধু তোকে ভালোবাসি বলে।
সোনালি কাবিন করবো বলে,
নোলক কিনেছি পানকৌড়ির রক্ত দিয়ে
কাবিলের বোন, আগুনের মেয়ে তুমি।
উপমহাদেশের থাক তাও আমি জানি।
চেহারার চতুরঙ্গ এতটা ডাহুকী মেয়ে তুমি,
তা আগে কখনো ভাবিনী আমি।

এবার মিলিয়ে নিনঃ

কাব্যগ্রন্থঃ প্রেমের কবিতা, বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), লোক-লোকান্তর (১৯৬৩), পাখির কাছে ফুলের কাছে ( ) সোনালি কাবিন (১৯৭৩), কালের কলস (১৯৬৬), দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭)

গল্পগ্রন্থঃ পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), ময়ুরীর মুখ (১৯৯৪)

কবিতাঃ নোলক।

উপন্যাসঃ কাবিলের বোন (২০০১), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), উপমহাদেশ (১৯৯৩), ডাহুকী (১৯৯২), চেহারার চতুরঙ্গ (২০০০)

অথবা,

উপন্যাসঃ আগুনের মেয়ে সুন্দর পুরুষকে দেখে তার ডাহুকী রুপ ধারণ করেছিল।
..... ডাহুকী, আগুনের মেয়ে, পুরুষ মেয়ে।

গল্পগ্রন্থঃ পানকৌড়ির রক্ত দেখে মায়াবী পর্দা দুলে উঠলো।

তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুল শুকুর আল মাহমুদ।

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT

হাসান হাফিজুর রহমানঃ জীবনকাল ঃ (১৯৩২-১৯৮৩)

জন্মঃ ১৯৩২ সালের ১৪ জুন জামালপুর জেলায় তাঁর নানা বাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। পৈত্রিক বাড়ি ছিলো জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার কুলকান্দি গ্রামে।

সাহিত্য কর্মঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৯৮২-৮৩) (১৬ খন্ডে রচিত); বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩) আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮) আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূলবোধের জন্য (১৯৭০), প্রতিবিম্ব (১৯৭৬) আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০)।
বাংলা ভাষায় হোমারের ওসিডি অনুবাদ করেছেন তিনি।

মৃত্যুঃ হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল মস্কো সেন্ট্রাল ক্লিনিকাল হসপিটালে মৃত্যু বরণ করেন।

আহসান হাবীব ঃ জীবনকাল ঃ (১৯১৭-১৯৮৫)

জন্মঃ ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারী পিরোজপুরের শংকরপাশা গ্রামে।

কাব্যগ্রন্থঃ সারা দুপুর থেকে শুরু করে রাত্রির শেষ পর্যন্ত প্রেমের কবিতা শুনার জন্য হৃদয়ে আসার বসতি বেধেছে। কিন্তু হাবিব আসল না আসল আহসান, এসে বলল বিদীর্ণ দর্পনে মুখ দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখি একটি ছায়া হরিণ যে কিনা মেঘ দেখে বলে আমি এখনই চৈত্রে যাবো।

অথবা,

ছুটির দিনে দুপুরে বিদীর্ণ দর্পণে মুখ দেখে দুই হাতে দুই আদিম পাথর এবং জাফরাণী রং পায়রা নিয়ে রাণী খালের সাঁকো পেরিয়ে ছোটদের পাকিস্তান যেতে যেতেই রাত্রি শেষ হয়ে এল। ঐদিন সারা দুপুরে হৃদয়ে আশার বসতি স্থাপন করে অরণ্যে নীলিমা ও ছায়াহরিণ নামক প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করলাম। আষাঢ় মাসে বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কিন্তু হঠাৎ মেঘ বলে চৈত্র যাবো এবং চৈত্র মাসে বৃষ্টি দিবো।

কাব্যগ্রন্থঃ ছায়াহরিণ (১৯৬২) সারা দুপুরে (১৯৬৪), আশার বসতি (১৯৭৪), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬) দুহাতে দু আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পনে মুখ (১৯৮৫) ইত্যাদি।

উপন্যাসঃ অরণ্য নীলিমা (১৯৬০) ও রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫)।

শিশুতোষ গ্রন্থ ঃ জোছনা রাতের গল্প; ছুটির দিন দুপুরে; বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর; রেলগাড়ি ঝমাময়ে; রাণীখালের সাঁকো; জোৎসনা রাতের গল্প; ছোট মামা দি গ্রেট; পাখিরা ফিরে আসে; রত্নদ্বীপ (ট্রেজার আইল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ) হাজীবাবা; প্রবাল দ্বীপে অভিযান (কোরাল আইল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।)

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কাব্যলোক, বিদেশের সেরা গল্প।

পুরস্কারঃ ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬১), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৭৮), আবুল

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল

মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০) এবং আবুল কালাম স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪) লাভ করেন।

* ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রথম কবিতা "মায়ের কবর পাড়ে কিশোর"; ছাপা হয় পিরোজপুর গর্ভনমেন্ট কাল ম্যাগাজিনে।

* আহসান হাবীবের প্রথম কবিতার বই রাত্রি শেষ প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে।

মৃত্যুঃ ১৯৮৫ সালের ১০ই জুলাই আহসান হাবিব মৃত্যুবরণ করনে।

এম. আখাতর মুকুল ঃ জীবনকাল (১৯৩০-১৯৭৯)

জন্মঃ ৯ই আগষ্ট, ১৯৩০ সাল, চিংগাশপুর গ্রাম, মহস্থান, বগুড়া।

মৃত্যুঃ ২৬শে জুন, ঢাকা।

গদ্যগ্রন্থঃ আব্বা হুজুরের দেশে বাহান্নার জবানবন্দীতে আমি বিজয় দেখেছি।

ব্যাখ্যাঃ আব্বা হুজুরের দেশে, বাহান্নর জবানবন্দী, আমি বিজয় দেখিছি।
এছাড়াও তার প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থঃ চল্লিশ থেকে, ৭১, একুশের দলিল, শতাব্দীর কান্নাহাসি।

শওকত ওসমান ঃ জীবনকাল ঃ (১৯১৭-১৯৯৮)

জন্মঃ ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবলসিংহপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহন করেন। তার প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান, শওকত ওসমান তার সাহিত্যিক নাম।

উপন্যাসঃ বনি আদম ও জননী ক্রীতদাসের হাসি দেখে চৌরসন্ধির সমাগম জলাংগী নেকড়ে অরণ্য কৃতপতঙ্গ রাজসাক্ষী দিতে জাহান্নাম হইতে বিদায় নিল দুই সৈনিক পাহারা দিল।

অথবা,

নেকড়ে অরণ্যে ক্রীতদাসের হাসির সাবেক কাহিনী * আমলার মামলায় প্রান্তর ফলক * কাঁকের মনি হয়ে বলল-হে জননী, জন্ম যদি তব বঙ্গে জাহান্নাম হতে বিদায়। (নাটক)।

প্রবন্ধঃ তিন মির্জা অনেক ভাব ভাষা ভাবনা নিয়ে মুসলিম মানসের রূপান্তর হন সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এছাড়া হুতুম পঞ্চম নষ্টভান অষ্টভান।

রচনা সমূহ

উপন্যাসঃ জননী (১৯৫৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), জাহান্নামে হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), আর্তনাদ (১৯৮৫), রাজপুরুষ (১৯৯২)।

গল্পগ্রন্থঃ জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫২) মনিব ও তাহার কুকুর (১৯৮৬), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দী (১৯৯০)।

প্রবন্ধগ্রন্থঃ ভাব ভাষা ভাবনা (১৯৭৪), সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)

বাংলা শর্টকাট মেথড

নাটকঃ আমলার মামলা (১৯৪৯), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)

শিশুতোষ গ্রন্থঃ ওটেন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪), মুস্কইটোফোন (১৯৫৭), ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩), পঞ্চসঙ্গী (১৯৮৭)

রম্যরচনাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত (১৯৮২) ইত্যাদি।

স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থঃ স্বজন সংগ্রাম (১৯৮৬) কালরাত্রি খন্ডচিত্র (১৯৮৬), অনেক কথন (১৯৯১), গুড বাই জাস্টিস মাসুদ (১৯৯৩), মুজিবনগর (১৯৯৩), অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ (১৯৯৪), সোদরের খোঁজে স্বদেশের সন্ধ্যানে (১৯৯৫), মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা (১৯৯৬) আর এক ধারাভাষ্য (১৯৯৬) ইত্যাদি। স্বজন সংগ্রামে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-এখানে সংগ্রামের অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে।

অনূদিত গ্রন্থঃ নিশো (১৯৪৮-৪৯), লুকনিতশি (১৯৪৮), বাগদাদের কবি (১৯৫৩), টাইম মেশিন (১৯৫৯), পাঁচটি কাহিনী (লিও টলস্টয়, ১৯৫৯), স্পেনের ছোটগল্প (১৯৬৫), পাঁচটি নাটক মলিয়ার (১৯৭২), ডাক্তার আব্দুল্লাহর কারখানা (১৯৭৩) পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ (১৯৮৫) সন্তানের স্বীকারোক্তি (১৯৮৫)।

পুরস্কার ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), আদজমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), মাহবুবউল্লাহ ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৭), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার-এ ভূষিত হয়।

* প্রয়াত হুমায়ুন আজাদ শওকত ওসমানকে বলতেন অগ্রবর্তী আধুনিক মানুষ।

মৃত্যুঃ ১৯৯৮ সালের ১৪ মে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সৈয়দ শামসুল হকঃ জীবনকালঃ (১৯৩৫-বর্তমান)

জন্ম ঃ ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে তিনি কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

উপন্যাসঃ সীমানা ছাড়িয়ে দেয়ালের দেশে এক মহিলা ছবি দেখে এ এক অনুপম দিন, খেলারাম খেলে যা।

নির্মলেন্দু গুনঃ জীবনকাল (১৯৪৫)

জন্মঃ জুন ২১, ১৯৪৫, আষাঢ় ৭, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ/সালে কাশবন, বারহাট্টা, নেত্রকোণায় এক হিন্দু পরিবারে জন্ম নেন।

কাব্যঃ রক্ত আর ফুলগুলি যেন কবিতা ও অমীমাংসিত রমনী, নানা প্রেমিক না বিপ্লবী, প্রেমাংশুর রক্ত চাই, তার আগে চাই সমাজতন্ত্র এবং বলতে শুনি দুর-হ-দুঃশাসন।

সাহিত্য কর্মঃ

* প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০)
* না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২)
* কবিতা, অমিমাংসিত রমণী (১৯৭৩)
* চৈত্রের ভালোবাসা (১৯৭৫)
* ও বন্ধু আমার (১৯৭৫)
* আনন্দ কুসুম (১৯৭৬)
* বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮)
* বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮)
* তার আগে চাই সমাজতন্ত্র (১৯৭৯)
* চাষা ভূষার কাব্য (১৯৮০১)
* অচল পদাবলী (১৯৮২)
* পৃথিবীজোড়া গান (১৯৮২)
* দুর হ দুঃশাসন (১৯৮৩)
* নির্বাচিতা (১৯৮৩)
* শান্তির ডিক্রি (১৯৪৮)
* ইসক্রো (১৯৮৪)
* প্রথম দিনের সূর্য্য (১৯৮৪)
* আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও (১৯৮৪)
* নেই কেন সেই পাখি (১৯৮৫)
* নিরঞ্জনের পৃথিবী (১৯৮৬)
* চিরকালের বাঁশি (১৯৮৬)
* দুঃখ করো না বাঁচো (১৯৮৭)

*** গল্পগ্রন্থ**

* আপন দলের মানুষ

*** ছড়ার বই**

- ১৯৮৭ সোনার কুঠার
- সোনার কুঠার

* ১৯৮৭ (১৯৮৮)
* যখন আমি বুকের পাঁজর খুলে দাঁড়াই (১৯৮৯)
* দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী (১৯৭৪)
* ধাবমান হরিণের দ্যুতি (১৯৭২)
* কাব্যসমগ্র ২য় খন্ড (১৯৯২, সংকলন)
* কাব্যসমগ্র, ২য় খন্ড (১৯৯৩, সংকলন)
* অনন্ত বরফবীথি (১৯৯৩)
* অনন্ত বরফনীথি (১৯৯৩)
* আনন্দ উদ্যান (১৯৯৫)
* পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ (১৯৯৫)
* প্রিয় নারী হারানো কবিতা (১৯৯৬)
* শিয়রে বাংলাদেশ
* ইয়াহিয়াকাল (১৯৯৮)
* আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি (২০০০)
* বাৎস্যায়ন (২০০০)

**** আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ***

* আমার ছেলেবেলা
* আমার কণ্ঠস্বর
* আত্মকথা ১৯৭১ (২০০৮)

*** অনুবাদ**

* ১৯৮৩ রক্ত আর ফুলগুলি

সুকান্ত ভট্টাচর্যঃ জীবনকালঃ (১৯২৬-১৯৪৭)

জন্মঃ ১৯২৬ সালের ১৫ই আগষ্ট কলকাতায় মাতুলালয়ে তিনি জন্ম গ্রহন করেন। তার পৈত্রিক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কোটালি পাড়ায়।

কাব্যগ্রন্থঃ গীতিগুচ্ছ এর ছাড়পত্র এবং হরতাল এর পূর্বাভাস পেয়ে অভিযান কারীদের চোখে ঘুম নেই।

অথবা,

হরতাল এর পূর্ভাবাস শুনে অভিযান দিল পুলিশ ঘুমেই চোখে ছাড়পত্র ও গীতগুচ্ছ পড়তে পড়তে।

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

অথবা,

কাব্যঃ ছাড়পত্র (১৯৪৭) পূর্বাভাগ (১৯৫০) মিঠেকড়া (১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩), ঘুম নেই (১৯৫৪), হরতাল (১৯৬২) গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫)।

মার্কসবাদী চেতানায় আস্থাশীল কবি।

মৃত্যুঃ ১৯৪৭ সালের ১৩মে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তঃ জীবনকাল (১৮২০-১৮৮৬)

জন্ম ঃ জন্ম ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই নবদ্বীপের পাঁচ মাইল উত্তরে, চুপী গ্রামে।

* বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন তাঁর নাতি।

অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ ভূগোল (১৮৪১); বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ ১৮৫২; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩)

চারুপাঠঃ (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য় ভাগ-১৮৫৪, ৩য় খন্ড-১৮৫৯); ধর্মনীতি (১৮৫৫); পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬); ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ভাগ-১৮৭০, ২য় ভাগ-১৮৮৩)

মৃত্যু ঃ ১৮৮৬ সালের ২৭ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা রামমোহন রায়ঃ জীবনকাল (১৭৭২-১৮৩৩)

জন্মঃ মে ২২, ১৭৭২ সালে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায় জন্মগ্রহন করেন এক সম্ভ্রান্ত কুলীন (বন্দোপাধ্যায়) ব্রাহ্মণবংশে।

রচনা ঃ রাজাকে প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ দিল-বেদান্ত গ্রন্থ

রচনাবলীঃ বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫); বেদান্ত সার (১৮১৫); ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭); গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮); সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নির্বতকের সংবাদ (১৮১৯), পণ্যপ্রদান (১৮২৩)।

- মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় আবকর তাকে ১৮৩০ সালে "রাজা" উপাধি দেন।
- বাংলা ভাষায় তিনি ৩০টি গ্রন্থ লিখেছেন।
- তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গৌড়ীর ব্যাকরণ (১৮৩৩) রচনা করেন।
- তার ছদ্ম নাম শিবপ্রসাদ রায়।

মৃত্যুঃ ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরের ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ঃ জীবনকালঃ (১৮৬৩-১৯১৩)

নাটকঃ তারা-বাঈ সাজাহান ও নূর জাহানকে নিয়ে নেবার পতনে, কল্কির অবতার দেখতে গেল।

অথবা,

*** ক-সি সাবনূর প্রায় এক ঘরে জন্ম নিলে প্রতাপ চন্দ্র দাসের আনন্দের পতন ঘটে।
* ক-কল্কি অবতার, * সি-সিংহল বিজয়, * সাবনুর-বঙ্গনারী, * সা-সাজাহান, * নূর-নূর জাহান, * প্রায়-প্রায়চিত্ত, * জন্ম-পূণর্জন্ম, * প্রতাপ-প্রতাপ সিংহ, * * চন্দ্র-চন্দ্রগুপ্ত, * দাস-দুর্গাদাস, * আনন্দ-আনন্দ বিদায়।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহঃ জীবনকালঃ (১৯২২-১৯৭১)

জন্মঃ ১৯২২ সালের ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে সৈয়দ (ডেপুটি) বাড়িতে তাঁর জন্ম।

নাটক/গল্প/উপন্যাসঃ * বহিপীর * তরঙ্গ-ভঙ্গ * সুড়ঙ্গে চাঁদের আমবস্যা রাতে বসে দুই তীর নয়ন চারার গল্প বলতে বলতে কাঁদো নদী কাঁদোর মত লালাসালু ভিজিয়ে ফেলল।

উপন্যাসঃ লালসালু () চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) ও কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)

গল্পগ্রন্থঃ নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প

নাটক ঃ বাহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪) ও সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)

*ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরির সঙ্গে ওয়ালী উল্যাহ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন (১৯৫৫)। মিসেস মেরি ওয়ালী উল্লাহর প্রথম উপন্যাস লালুসালু (১৯৪৮) ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে এটি Tree Without Roots (১৯৬৭) নামে ইংরেজীতে ও অনুদিত হয়।

মৃত্যুঃ ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর প্যারিসে তাঁর মৃত্য হয় এবং প্যারিসের উপকণ্ঠ মদোঁ-স্যুর বেলভু তে তিনি সমাহিত হন।

ইব্রাহীম খাঁ, জীবনকালঃ (১৮৯৪-১৯৭৮)

জন্মঃ ১৮৯৪ টাঙ্গাইল জেলার শাবাজ নগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম।

মৃত্যুঃ ১৯৭৮ সালের ২৯শে মার্চ ঢাকায় তার মৃত্যু হয়।

নাটকঃ * ইস্তাম্বুল যাত্রার পথে * লক্ষীছাড়া আনোয়ার পাশা ও কামাল পাশা * সোনার শিকল ভেঙ্গে ওমর ফারুকের কাফেলায় যোগ দিল।

(ভ্রমনকাহিনী, গল্প*)

অথবা,

ইব্রাহীম খাঁ, আনোয়ার পাশা ইস্তাম্বুলের যাত্রীর পত্র পেয়ে সোনার শিকল ছেড়ে কাফেলায় গেল।

*** নাটক, গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, ভ্রমন কাহিনী, স্মৃতিকথা মিলে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ২১টি।**

সেগুলির মধ্যেঃ কামাল পাশা (১৯২৭), আনোয়ার পাশা (১৯৩৯), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), আলু বোখরা (১৯৬০), ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪), বাতায়ন (১৯৬৭), ব্যাঘ্র মামা (১৯৫১) এবং বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬) প্রধান। তাঁর স্মৃতিকথা বাতায়ন সমকালের মুসলিম সমাজের

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT

একটি বিশস্ত দলিল হিসাবে বিবেচিত। তিনি ব্রিটিশ আমলে 'খান সাহেব' ও 'খান বাহাদুর' এবং পাকিস্তান আমলে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধি' লাভ করেন।

আবুল মনসুর আহমদঃ জীবনকাল ঃ (১৮৯৭-১৯৭৯)

জন্মঃ তিনি ১৮৯৮ ময়মনসিংহে জেলার ত্রিশাল উপজেলার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।
মৃত্যুঃ ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ আবুল মনসুর আহমেদের মৃত্যু হয়।

প্রবন্ধঃ শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর পাক বাংলার কালচার দেখেছি।
গ্রন্থসমূহঃ
ব্যঙ্গরচনাঃ আয়না (১৯৩৬-১৯৩৭), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), গালিভারের সফরনামা।
স্মৃতিকথাঃ সত্য মিথ্যা (১৯৫৩); জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৪), হুজুর কেবলা।
পুরস্কারঃ সাহিত্যের অবদানের জন্য তাঁকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০), স্বাধীনতা দিবস পদক (১৯৭৯) ও নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক ভূষিত করা হয়।
* ১৯৫৪ সালে তিনি ফজলুল হক মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

বিহারী লাল চক্রবর্তীঃ জীবনকাল ( )

পত্রিকাঃ অবোধ বন্ধু বিহারীলাল সাহিত্য সংক্রান্তিতে পূর্নিমার হাত ধরে বসে আছে।

ব্যাখ্যাঃ অবরোধ বন্ধু, * সাহিত্য সংক্রান্তি * পূর্ণিমা।

কাব্যঃ বংগ সুন্দরী সারদার সংগীতের প্রতি নিসর্গ হবে প্রেম তার স্বপ্ন ও মনে সাধের আসন গেড়ে বসেছে।
* বংগ সুন্দরী, সারদা মঙ্গল, সংগীত শতক, নিসর্গ সন্দর্শন, প্রেম প্রবাহিনী, স্বপ্ন দর্শন, সাধের আসন।
* বিহারীলাল চক্রবর্তী-ভোরের পাখি।
* বিহারীলাল চক্রবর্তী-গীতিকবিতার জনক।
* বিহারীলাল চক্রবর্তী-রবিঠাকুরের কাব্য গুরু।

সৈয়দ আলী আহসান ঃ জীবনকাল (১৯২২-২০০২)

জন্মঃ ২৬শে মার্চ, ১৯২২।

কাব্যঃ আমার প্রতিদিনের শব্দ স্বপ্ন অনেক আকাশের নীচে এক সন্ধ্যায় বসন্তের মোহুমে সহসা সচকিত এ উচ্চারণ থেকে গেল।

অথবা,

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT
সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল

আমার প্রতিদিনের শব্দ স্বপ্ন অনেক আকাশ সাথে নিয়ে বলে সমুদ্রেই যাব, কিন্তু একক সন্ধ্যায় বসন্তে সহসাসচকিত এ উচ্চারণ থেমে গেল।

নাটকঃ ইডিপাস।

কাব্যগ্রন্থঃ অনেক আকাশ (১৯৬০), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬২) সহসা সচকিত (১৯৬৮), উচ্চারণ (১৯৬৮)।
আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৩); প্রেম যেখানে সর্বস্ব।

প্রবন্ধ গ্রন্থঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) [মুহাম্মদ আবদুল হাইয়ের সাথে] (১৯৫৬) কবিতার কথা (১৯৫৭), কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮), আধুনিক বাংলা কবিতা, শব্দের অনুসঙ্গে (১৯৭০), রবীন্দ্রনাথ: কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৭৩)' মধুসূদন: কবিকৃতি ও কাব্যদর্শ (১৯৭৬) আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬), যখন কলকাতায় ছিলাম, আহমদ পাবলিশিং, হাউজ, ২০০৪, বাংলা সাহিত্য ইতিহাস মধ্যযুগ, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য।

সম্পাদিত গ্রন্থঃ পদ্মবতী (১৯৬৮), মধুমালতী (১৯৭১)

অনূদিত গ্রন্থ ঃ ইকবালের কবিতা (১৯৫২), প্রেমের কবিতা (১৯৬০), ইতিহাস (১৯৬৮)

ইসলামী গ্রন্থঃ মহানবী, আল্লাহ আমার প্রভূ।

অন্যান্য গ্রন্থঃ যখন সময় এলো, রক্তাক্ত বাংলা, পাণ্ডুলিপি, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, রজনীগন্ধা, চর্যাগীতিকা, আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ১৯৭৫ সাল, বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

আত্ম জীবনী ঃ আমার সাক্ষ্য।

মৃত্যুঃ ২৫শে জুলাই ২০০২।

রজনীকান্ত সেন ঃ জীবনকাল (১৮৬৫-১৯১০)

জন্মঃ ২৬ জুলাই ১৮৬৫।

মৃত্যুঃ তিনি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০ সালে (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে ভাদ্র) মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় লোকান্তরিত হন।

কাব্যগ্রন্থঃ আনন্দময়ী ও অভয়া কল্যাণী সদ্ভাবকুসুম রজনীতে অমৃত বিশ্রাম নিচ্ছেন।

রচনাসমগ্রঃ রাজশাহী থেকে প্রচারিত উৎসাহ মাসিক পত্রিকায় রজনীকান্তের রচনা প্রকাশিত হতো। তার কবিতা ও গানের বিষয়বস্তু মূখ্যতাঃ দেশপ্রীতি ও ভক্তি মূলক। হাস্যরস-প্রধান গানের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। জীবিত থাকাকালে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। সেগুলো হলো-

- বাণী (১৯০২)

RIYAD SAWKAT

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

- কল্যাণী (১৯০৫)
- অমৃত (১৯১০)

এছাড়াও ৫টি বই তাঁর মৃত্যু-পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে-

- অভয়া (১৯১০)
- আনন্দময়ী (১৯১০)
- বিশ্রাম (১৯১০)
- সদ্ভাবকুসুম (১৯১৩)
- শেষদান (১৯১৬)

তন্মধ্যে বাণী এবং কল্যাণী গ্রন্থটি ছিল তাঁর গানের সঙ্কলন বিশেষ। অমৃত কাব্যসহ দু'টি গ্রন্থে বর্ণিত।

গোলাম মোস্তফাঃ জীবনকালঃ (১৮৯৭-১৯৬৪)

কাব্যগ্রন্থঃ সাহারার বনি আদম ও হাসনাহেনা বুলবুলিস্থানের রক্তরাগে মিলিত হয়।

অথবা,

গোলাম মোস্তফার বনি আদম বিশ্বনবী রক্তরাগে বুলবুলিস্তান হয়ে সাহারার হাসনাহেনার নিচে বসলেন।

সাহারার রক্তারাগী বনি আদম হাসনাহেনার জন্য গীতসঞ্চয়ন করেছে বুলবুলিস্তান থেকে।

শামসুদ্দিন আবুল কালামঃ জীবনকালাম (১৮২৬-১৯৯৭)

জন্ম ঃ ১ এপ্রিল ১৯২৬; বরিশালের নলছিটি থানার কামদেবপুর গ্রামে।

মৃত্যুঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৯৭ ইতালির রোমে।

উপন্যাসঃ কাঞ্চনগ্রামের কাঞ্চনমালা আলমনগরের উপকথা কাশবনের কন্যার কাছে বলেছে।

অথবা,

শামসুদ্দিন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা কাঞ্চনমালা কাঞ্চন গ্রামে আলম নগরের উপকথা রচনা করল।

এখানে কাঞ্চন গ্রামে, কাঞ্চনমালা, আলমনগরের উপকথা, কাশবনের কন্যা। (কুচবরণ কন্যা বন্দে আলী মিয়ার কাব্য গ্রন্থ।)

গল্পঃ শামসুদ্দীন আবুল কালাম এর দুই হৃদয়ের মধ্যে শাহের বানু কাকে ভালোবাসে সেই পথ জানা নাই।

সহজে মনে রাখার ছল কৌশল*সহজে মনে রাখার ছল কৌশল*সহজে মনে রাখার ছল কৌশল*সহজে মনে রাখার ছল কৌশল*

এখানেঃ দুই হৃদয়ের তীরে, শাহের বানু, পথ জানা নাই।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঃ জীবনকাল ঃ (১৯৩২-২০০১)

জন্মঃ ৮ ফেব্রুয়ারী-১৯৩৪, ১৯ মার্চ, ২০০১।

কাব্যগ্রন্থঃ আমার সময় সাত নরীর হার কখনো রং কখনো সুর আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, কমলের চোখ যেন সহিষ্ণু প্রতীক, এ যেন বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা।

* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো: কবিতা: সাত নারী হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১), সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২), প্রেমের কবিতা (১৯৮২), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩), আমার সময় (১৯৮৭), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯১), আমার সকল কথা (১৯৯৩), মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ প্রভৃতি।

*তাঁর পুরো নাম আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান। তিনি সারাজীবন উচ্চপদস্থ আমলার দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি সচিব হিসেবে অবসর নেন এবং মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসেবে দুই বছর দায়িত্ব পালন করে ১৯৮৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দিন।

মৃত্যুঃ ২০০১ সাল।

রোমেনা আফাজ ঃ জীবনকাল ঃ (১৯৯৬-২০০৩)

জন্মঃ রোমেনা আফাজ ১৯২৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার শেরপুর শহরে জন্মগ্রহন করেন। লেখিকার বাড়ি ছিল বগুড়া জেলার জলেশ্বরীতলায়, যা বর্তমানে স্মৃতি জাদুঘর।

উপন্যাসঃ জানি তুমি আসবে বলে শীতের সকালে সোনালী সন্ধ্যায় কাগজের নৌকায় চড়ে লেখকের স্বপ্নের প্রিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে হারানো মানিক কে খোজে রোমেনা আফাজ।

সাহিত্যকর্মঃ (১) দেশের মেয়ে; সামাজিক ও পারিবারিক (২) জানি তুমি আসবে; প্রণয়মূলক উপন্যাস (২) বনহুর: রহস্য সিরিজ (৪) রক্তে আঁকা মাপঃ দুঃসাহসিক অভিযান। (৫) গান্দিগোর বাড়ি, কিশোর উপন্যাস (৬) বিদগ্ধা জননী; সামাজিক উপন্যাস।

মৃত্যুঃ অসামন্য প্রতিভার অধিকারী এই সাহিত্যিক ১২ জুন, ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ড. আলা উদ্দিন আল আজাদ

উপন্যাসঃ শীতের শেষ রাতের অর্থাৎ বসন্তের প্রথম দিনে ক্ষুদা ও আশা নামের দুইটি মেয়ে কর্ণফুলি নদীর ঘাটে তেইশ নম্বর তৈরচিত্র আঁকতে গেল।

অথবা,

কর্ণফুলির মানচিত্রে তেইশ নম্বর তৈলচিত্র ধানকন্যার মৃগনাভি দেখে শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিনে ক্ষুদা ও আশা নিয়ে জেগে আছি।

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

গিরিষচন্দ্র ঘোষ

ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটকঃ ছত্রপতি শিবাজীর মী-সি-লে রাবন পান্ডবকে বধ করে অ-জানা বনবাসে সীতাকে হরণ করলেন ছত্রপতি শিবাজী।

মী-মীরজাফর
সি-সিরাজদ্দৌলা
লে-লক্ষণবধ
-রাবনবধ
-পান্ডব গৌরব
-অভিমন্যু বধ ও সীতা হরণ-পৌরণিক
-জনা

নবীন চন্দ্র সেনঃ জীবনকাল (১৮৪৭-১৯০৯)

পলাশীর যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুই সৈনিক বৈরতক আর প্রভাস যুদ্ধ না করে অবকাশ রঞ্জিনী পালন করছিল।

ব্যাখ্যাঃ পলাশীর যুদ্ধ-গাঁথাকাব্য, *কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস-ত্রয়ী মহাকাব্য, অবকাশ রঞ্জিনী কাব্য।

দাউদ হায়দার ঃ জীবনকাল ( )

উপন্যাসঃ ভালবাসার বাগান থেকে একটি গোলাপ তুমি চেয়েছিলে, শর্ত যে দেশে সবাই অন্ধ সেই দেশের সম্পন্ন মানুষ চাই; না পেয়ে ভাবলাম জন্মই আমার আজন্ম পাপ।

* ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দেশ থেকে নির্বাসনের পর বর্তমানে জার্মানীতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকঃ জীবনকালঃ (১৮৮২-১৯৭০)

কুমুদ রঞ্জন মল্লিক পল্লীপ্রেমের কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন।

কাব্যঃ উজানী (১৯১১); বনতুলসী (১৯১১), বনমল্লিকা (১৯১৮), রজনীগন্ধা (১৯২১)।

রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ জীবনকাল (১৯৫৬-১৯৯১)

জন্ম ঃ রুদ্র মুহাম্মদ মূল শহিদুল্লাহর জন্ম তাঁর পিতার কর্মস্থল বরিশাল জেলায়, ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর। তাঁর মুর বাড়ি বাগেরহাট জেলায় মংলা উপজেলার মিঠেখালি গ্রামে।

মৃত্যুঃ ১৯৯১ সালের ২১ জুন রুদ্র ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কাব্যগ্রন্থঃ উপদ্রুত উপকূল থেকে আগত মৌলিক মুখোশধারী ছোবলাদের হাত থেকে মানুষের মানচিত্রে ফিরে চাই স্বর্ণ গ্রাম।

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•

প্রকাশত গ্রন্থ সমূহঃ
উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯); ফিরে পাই স্বর্ণ গ্রাম (১৯৮২); মানুষের মানচিত্র (১৯৮৪); ছোবল (১৯৮৬); গল্প (১৯৮৭); দিয়েছিল সকল আকাশ (১৯৮৮); মৌলিক মুখোশ (১৯৯০)

ছোটগল্পঃ সোনালি শিশির।

নাট্যকাব্যঃ বিষ বিরিক্ষের বীজ।

পুরস্কারঃ মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০)

ব্যক্তিগত জীবনঃ
১৯৮১ সালের ২৯ জানুয়ারী বহুল আলোচিত নারীবাদী লেখিকা তাসলিমা নাসরিনকে বিয়ে করেন। ১৯৮৮ সালে তাদের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, নামটি তিনি নিজে গ্রহন করেন। মা শিরিয়া বেগম, পিতা শেখ ওয়ালীউল্যাহ। শেখ ওয়ালীউল্যাহ ছিলেন চিকিৎসক। আশির দশকে কবিকণ্ঠ কবিতা পাঠে যে কজন কবি বাংলাদেশী শ্রোতাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি তাদের অন্যতম। তার জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে অন্যতম "যে মাঠ থেকে এসেছিল স্বাধীনতার ডাক, সে মাঠে আজ বসে নেশার হাট" "বাতাসের লাশের গন্ধ।" এই কবির স্মরণে বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় মংলার
*যিনি প্রতিবাদী রোমান্টিক, হিসাবে খ্যাত।

হাসান আজিজুল হক ঃ জীবনকাল ঃ (১৯৩৯-বর্তমান)

জন্মঃ হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় যবগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত এবং একান্নবর্তী পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

রচনাবলীঃ শীতের অরণ্যে জীবন ঘেষে আগুন; আমার অপেক্ষা করছি রোদে যাব। নামহীন গোত্রহীন আগুন পাখি আত্মজা ও একটি করবী গাছ দেখে পাতালে হাসপাতালে চলে গেল।।

গল্পগ্রন্থঃ সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য (১৯৬৪), আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭); জীবন ঘসে আগুন (১৯৭৩), নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫); পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১); নির্বাচিত গল্প (১৯৮৭) আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮); রাঢবঙ্গের গল্প (১৯৯১); রোদে যাবো (১৯৯৫); হাসান আজিজুল হকের শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৯৫); মা মেয়ের সংসার (১৯৯৭); বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প (২০০৭) শকুন।

উপন্যাসঃ আগুনপাখি (২০০৬); সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩); শামুক (২০১৫);

উপন্যাসিকঃ বৃত্তায়ন (১৯৯১), শিউলি (২০০৬)

নাটকঃ চন্দর কোথায় (জর্জ শেহাদের নাটকের ভাষান্তর)

প্রবন্ধঃ চালচিত্রের খুঁটিনাটি; একাত্তর; করতলে ছিন্নমাথা; কথাসাহিত্যের কথকতা; অপ্রকাশের ভার; অতলের আধি; সক্রেটিস; কথা লেখা কথা; লোকযাত্রা আধুনিকতা ও সংস্কৃতি; ছড়ানো ছিটানো; কে বাঁচে কে বাঁচায়; বাচনিক আত্মজৈবনিক; চিন্তন-কণা।

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT •

শিশুসাহিত্যঃ লালঘোড়া আমি (১৯৮৪ সালে প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস), ফুটবল থেকে সাবধান (১৯৯৮ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গল্প)

স্মৃতিকথা/আত্মজীবনীমূলকঃ ফিরে যাই, ফিরে আসি (১ম অংশ) উকি দিয়ে দিগন্ত (২য় অংশ) এই পুরাতন আখরগুলি (৩য় অংশ)।

আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দীনঃ জীবনকালঃ (১৯৩০-১৯৯৮)

বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থঃ অবাক পৃথিবীর রহস্যের শেষ নেই বিজ্ঞান ও মানুষের, জানা-অজানার দেশে সাগরের রহস্যপুরী আবিষ্কারের নেশায় মত্ত এ যুগের বিজ্ঞান। তাইতো বলি এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।

নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নাঃ জীবনকাল (১৮৬০-১৯২৫)

উপন্যাসঃ গরীবের মেয়ে আনোয়ারা দুনিয়া আর চাইনা বলে প্রেমের সমাধি গড়ল।

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপান্ডবঃ

ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট ৫ জন কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। **তাঁদের ৫ জনকে বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপান্ডবরবলা হয়।**

তারা হলে..... **(অ বু জ বি সু)**

১. অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭) ২. বুদ্ধদের বসু (১৯০৮-৭৪)

৩. জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ৪.বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২)

৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০)

(১) অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৭)

জন্মঃ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের অন্যতম কবি অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম হয়েছিল মামা বাড়ীতে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে। **তাঁর পুরো নাম অমিষ চন্দ্র চক্রবর্তী।**

✪টেকনিক✪

সময়ের পারাপার এবং পালাবদল ক্রমে পুরবাসিদের লেখা দুররানী গ্রন্থের খসড়াটি হারানো অর্কিড হয়ে রইল। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞান বসন্ত কালিন সময়ে সঞ্জয় এক মুঠো মাটির দেয়াল হাতে পুষ্পিত ইমেজে বলে উঠল চল যাই আজ ঘরে ফেরার দিন কিন্তু সামনে যে অন্ধকার পথ অন্তহীন।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ

কাব্য: অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৫; তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই কবিতাবলী (১৯২৪-২৫)।

RIYAD SAWKAT • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থঃ উপহার (১৯২৭), খসড়া (১৯৩৮), এক মুঠো (১৯৩৯), মাটির দেয়াল (১৯৪২), অভিজ্ঞান বসন্ত (১৯৪৩), পারাপার (১৯৫৩), পালাবদল (১৯৫৫), ঘরে ফেরার দিন (১৯৬১), হারানো অর্কিড (১৯৬৬), পুষ্পিত ইমেজ (১৯৬৭), অমরাবতী (১৯৭২), অনিঃশেষ (১৯৭৬), নতুন কবিতা (১৯৮০), চলো যাই (১৯৬২), সাম্প্রতিক (১৯৬৩)।

পুরস্কারঃ
ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬০), ভারতীয় ন্যাশনাল একাডেমী পুরস্কার। বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম (১৯৬৩), এবং ভারত সরকার পদ্মভূষণ (১৯৭০) উপাধিতে ভূষিত করেন।

*** বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যার রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করেননি?- অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বলেছেন বুদ্ধদের বসু ***

মৃত্যুঃ ১৯৮৬ সালের ১২ জুন শান্তিনিকেতনে তাঁর মৃত্যু হয়।

(২) বুদ্ধদেব বসুঃ জীবনকাল (১৯০৮-৭৪)

জন্মঃ নভেম্বর ৩০, ১৯০৮, কুমিল্লা।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ

কবিতাঃ মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩), কঙ্কাবতী (১৯৩৭),দময়ন্তী (১৯৪৩), দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), শীতের প্রার্থনাঃ বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), যে-আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), দময়ন্তীঃ দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৩), মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিনঃ চিরদিন (১৯৭১), স্বাগত বিদায় (১৯৭১)

উপন্যাসঃ সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), লাল মেঘ (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিডোর (১৯৪৮), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাত ভর বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯), রুকমি (১৯৭২)

গল্পঃ অভিনয় অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৩), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯), একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০), হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮), ভালো আমার ভেলা (১৯৬৩), প্রেমপত্র (১৯৭২)

প্রবন্ধঃ হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্যচর্চা (১৩৬১), রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), প্রবন্ধ-সংকলন (১৯৬৬), কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)

নাটকঃ মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪), তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যসন্ধ (১৯৬৮)

অনুবাদঃ কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭), বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা (১৯৭০), হেল্ডালিনের কবিতা (১৯৬৭), রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT •

ভ্রমণ কাহিনীঃ সব-পেয়েছির দেশে (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬),

স্মৃতিকথাঃ আমর ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমরা যৌবন (১৯৭৬)

সম্পাদনাঃ আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৬৩)

(৩) জীবনানন্দ দাশ: জীবনকাল (১৮৯৯-১৯৫৪)

জন্মঃ তিনি ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুলশিক্ষক ও সমাজসেবক। তিনি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন একজন কবি।

✪টেকনিক✪

সতীর্থ তার জলপাইহাটী নিবাসী বান্ধবী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যানীকে মাল্যদান করল।

উপন্যাসঃ জলপাই হাটি, সতীর্থ, কল্যানী, মাল্যদান।

প্রবন্ধঃ কবিতার কথা।

কাব্যঃ এই মহাপৃথিবীর মাঝে বেলা অবেলা কালবেলায় সাতটি তারার তিমিরে রুপসী বাংলার মেয়ে বনলতা সেন কুড়িয়ে পাওয়া ঝরা পালকটি ধূসর পাণ্ডুলিপি, ভেতর যত্ন করে রাখল।

ব্যাখ্যা: রুপসী বাংলা, নবলতা সেন, ধূসর পাণ্ডুলিপি, ঝরাপালক, বেলা অবেলা, কালবেলা সাতটি তারার তিমির, মহা পৃথিবী

অথবা:

কাব্যগ্রন্থ: মহাপৃথিবীর এই রুপসী বাংলার বনলতা সেন যেন সাতটি তারার তিমির রাত্রিতে বেলা অবেলা কালবেলায় ধূসর পাণ্ডুলিপির মত ঝরে পড়ল।

অথবা,

রুপসী বাংলার বনলতা সেন মহাপৃথিবীর এ সাত তারার তিমির রাত্রিতে বেলা-অবেলা কালবেলায় ধূসর পাণ্ডুলিপির মত ঝরে পড়ল।

* তাকে বাংলা ভাষার "শুদ্ধতম কবি" বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।
* জন্মসূত্রে তাঁর পদবী "দাশগুপ্ত" হলেও তিরিশির দশকের শুরুতে
* জীবননান্দ "গুপ্ত" বিবর্জন করে কেবল দাশা লেখা শুরু করেন।
* তিনি মোট ১৪টি উপন্যাস লিখেছেন।

কাব্যগ্রন্থঃ

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক প্রকাশত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর দীর্ঘ কাল পর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বনলতা সেন প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ। এটি 'কবিতাভবন সংস্করণ' নামে অভিহিত। সিগনেট প্রেস বনলতা সেন প্রকাশ করে ১৯৫২-তে। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ সহ পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল •

মহাপৃথিবী ১৯৪৪-এ প্রকাশিত। জীবনানন্দর জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবির মৃত্যু-পর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো ১৯৫৭-তে প্রকাশিত রূপসী বাংলা (রচনাকালে ১৯৩৪) এবং ১৯৬১-তে প্রকাশিত বেলা অবেলা কালবেলা ()। জীবনানন্দ দাশ রূপসী বাংলা'র পাণ্ডুলিপি তৈরী করে থাকলেও জীবদ্দশায় এর প্রকাশের উদ্যোগ নেন নি। তিনি গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম নির্ধারণ করেছিলেন বাংলার ব্রত নীলিমা। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতাবলী নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলন গুলো হলোঃ সুদর্শনা (১৯৭৩), আলো পৃথিবী (১৯৮১), মনোবিহঙ্গম, হে প্রেম তোমারকথা ভেবে (১৯৯৮), অপ্রকাশিত একান্ন (১৯৯৯), এবং আবছায়া (২০০৪)। কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আঁকড়ে দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। অব্যবহিত পরে গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত। সকল কবিতার পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল মান্নান সৈয়দের উদ্যোগে। পরবর্তী কালে আবিস্কৃত আরো কবিতা অন্তর্ভূক্ত করে ক্ষেত্র গুপ্ত ২০০১-এ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ভূমেন্দ্রগুহ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত-গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আঁকড়ে গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ।

গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসঃ

ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে জীবনানন্দের স্বতন্ত্র প্রতিভা ও নিভৃত সাধনার উন্মোচন ঘটে মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত অসংখ্য পাণ্ডুলিপিতে। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে মাল্যবান, সুতীর্থ, জলপাইহাটি, জীবনপ্রণালী, বাসমতীর উপাখ্যান ইত্যাদি। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা প্রায় দুশতাধিক। বেশ কিছুকাল পর প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৯, সম্পাদনাঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ।

প্রবন্ধ ঃ

কবিতার কথা (১৯৫৫) নামে তাঁর একটি মননশীল ও নন্দনভাবনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ আছে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে তাঁর গদ্য রচনা ও অপ্রকাশিত কবিতার সংকলনরূপে জীবনান্দ সমগ্র (১৯৮৫-৯৬) নামে বারো খন্ড রচনাবলি প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ঃ

দীপেনকুমর রায়-এর উদ্যোগে ও সম্পাদনায় জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৮৫ সনে। পরবর্তী কালে আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দ দাশের প্রত্রাবলী প্রকাশকরেন ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পত্রাবলী প্রকাশিত হয় ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি ঃ

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন (১৯৫২) খৃষ্টাব্দে পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় পুরস্কৃত করা হয়। কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪) সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করে।

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

মৃত্যুঃ

১৪ই অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখে কলকাতার বালিগঞ্জ এক ট্রাক দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। ট্রাকের ক্যাচারে আটকে তার শরীর দলিত হয়ে গিয়েছিল। ভেঙ্গে গিয়েছিল কষ্ঠা, উরু এবং পাঁজরের হাড়। আবদুল মান্নান সৈয়দ-সহ কেউ কেউ ধারণা করেছেন হয় আত্মহত্যা স্পৃহা ছিল দুর্ঘটনার মূল কারণ। ২২শে অক্টোবার ১৯৫৪ তারিখে রাত্রি ১১টা ৩৫মিনিটে কলকাতার শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৪) বিষ্ণু দে ঃ জীবনকাল (১৯০৯-৮৭)

জন্মঃ ১৮ জুলাই ১৯০৯।

রচিত বই সমগ্রঃ উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩২); চোরাবালি (১৯৩৮); পূর্বলেখ (১৯৪০); রুচি ও প্রগতি (১৯৪৬) সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২); সন্দীপের চর (১৯৪৭); অন্বীষ্টা (১৯৫০); নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫০); তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮); রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্য আধুনিকতার সমস্যা (১৯৬৬); মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা (১৯৬৭); ইন দ্য সান অ্যান্ড দ্য রেন (১৯৭২) উত্তরে থাকে মৌন (১৯৭৭); সেকাল থেকে একাল (১৯৮০); আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮১)।

মৃত্যুঃ ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮২।

(৫) সুধীন্দ্রনাথ দত্তঃ জীবনকাল (১৯০১-১৯৬০)

জন্মঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগানে জন্মগ্রহন করেন।

মৃত্যুঃ ১৯৬০ সালের ২৫ জুন কবি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ

সুধন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থঃ

* তন্বী (১৯৩০) (প্রথম রচনা), * অর্কেষ্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৩), প্রতিদিন (১৯৫৪), দশমী (১৯৫৬)।
* এছাড়া তাঁর দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে ঃ স্বাগত (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)।
* বাংলা কবিতায় তাকে "ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক, বলা হয়।***
* ত্রিশ দশকের অনান্য কবিরা অবিশ্বাসী হলেও সুধীন্দ্রনাথ দত্তই ঈশ্বরকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে হুমায়ুন আজাদ মনে করেন।**

"উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ও উপাধি"

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম/লেখক নাম	উপাধি
অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত	নীহারিকা দেবী	
অনন্ত বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস	
অন্নদাশঙ্কর রায়	লীলাময় রায়	
অনুরূপা দেবী	অনুপমা দেবী	
অহিদুর রেজা	হাসন রাজা	
অমিয় চক্রবর্তী		বিশ্ব নাগরিক কবি
আবদুল কাদির		সাহিত্য বিশারদ, ছান্দাসিক কবি
আবদুল করিম		সাহিত্যবিশারদ
আব্দুল মান্নান সৈয়দ	অশোক সৈয়দ	
আবুল ফজল	শমসের উল আজাদ	
আলাওল		মহাকবি
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত		যুগসন্ধিক্ষনের কবি
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	কস্যচিৎ, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো	গদ্যের জনক, বিদ্যাসাগর
কাজী নজরুল ইসলাম	ধুমকেতু, নুরু, নুরুল	বিদ্রোহী কবি
কামিনী রায়	জনৈক বঙ্গ মহিলা	
কালিকান্দ	অবধূত	
কালিপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচা	
গোবিন্দচন্দ্র দাস		স্বভাব কবি
গোলাম মোস্তফা		কাব্য সুধাকর
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	জরাসন্ধ্য	
জসীম উদ্দিন	জমীর উদ্দিন মোল্লা	পল্লী কবি
জীবনানন্দদাশ		রুপসী বাংলারকবি, তিমির, হননের কবি, নির্জনতার কবি, ধুসরতার কবি।
জাহানারা ইমাম		শহীদ জননী
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র	
যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত		দুঃখবাদী কবি
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	ভাষাবিজ্ঞানী	
ড. মুনিরুজ্জামান	হায়াৎ মামুদ	
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হাবু শর্মা	

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT •

বাংলা শর্টকাট মেথড

দীনবন্ধু মিত্র		রায়বাহাদুর
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সুনন্দ	
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	বানভট্ট, দাদাভাই	
নজিবর রহমান		সাহিত্যরত্ন
নুরুন্নেসা খাতুন		সাহিত্য -সরস্বতী
প্রেমেন্দ্র মিত্র	কৃত্তিবাস ভদ্র, লেখরাজ সামন্ত	
প্রবোধ কুমার বন্দোপাধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রমথ চৌধুরী	বীরবল	
ফররুখ আহমেদ		মুসলিম রেনেসার কবি
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্ত	সাহিত্য সম্রাট/বাংলার স্কট
বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল	
বাহারাম খান		দৌলত উজির
বিদ্যাপতি		অভিনব জয়দেব, মৈথিল, কোকিল,মিথিলার কবি, পদাবলী
বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	যাযাবর	
বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়	ক্বচিৎ পৌঢ়	
বিমল ঘোষ	মৌমাছি	
বিমল মিত্র	জাবালি	
বিষ্ণু দে		মার্কসবাদী
বিহারীলাল চক্রবর্তী		ভোরের পাখি
বেগম রোকেয়া		নারী জাগরনের অগ্রদূত
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী		কবি কঙ্কণ, দুঃখবর্ণনার কবি
মাইকেল মধুসূধন দত্ত	টিমোথি পেনপোয়েম, এ নেটিভ	প্রথম বিদ্রোহী কবি, মাইকেল
মালাধর বসু		গুণরাজ খান
মীর মোশাররফ হোসেন	গাজী মিয়া,গৌড়তটবাসী মশা,উদাসি পথিক	
মোজাম্মেল হক		শান্তিপুরের কবি
মোহাম্মদ জহিরুলাহ	জহির রায়হান	
মোহিতলাল মজুমদার	সত্যসুন্দর দাস, কৃত্তিবাস ওঝা	
মধুসুদন মজুমদার	দৃষ্টিহীন	
মুহাম্মদ কাজেম আল	কায়কোবাদ	

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল • সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল •

বাংলা শর্টকাট মেথড

কোরায়শী		
মহাশ্বেতা দেবী	সুমিত্রা দেবী	
রাজশেখর বসু	পরশুরাম	
রামনারায়ণ		তর্করত্ন
রোকনুজ্জামান খান	দাদা ভাই	
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভানুসিংহ	বিশ্বকবি
শামসুর রহমান		নাগরিক কবি
শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান	
শেখ ফজলুল করিম		সাহিত্য বিশারদ
শ্রীকর নন্দী		কবিন্দ্র পরমেশ্বর
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অনীলা দেবী	অপরাজেয় কথাশিল্পী
শহীদুলাহ কায়সার	আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুলাহ	
সুকান্ত ভট্টাচার্য		কিশোর কবি
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী		স্বপ্নাতুর কবি
সৈয়দ মুজতবা আলী	প্রিয়দর্শী, ওমর খৈয়াম,মুসাফির, সত্য পীর	
সোমেন চন্দ্র	ইন্দ্রকুমার সোম	
মুকুন্দদাস		চারণ কবি
মইনুদ্দিন আহমেদ	সেলিম আল দীন	
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত		ক্ল্যাসিক কবি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	লীললোহিত, নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক	
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	সুবচনী	পদাদিত কবি
সুফিয়া কামাল		শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি, জননী সাহসিকা
সমরেশ বসু	কালকূট	
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		বাংলার মিল্টন
হরিনাথ মজুমদার	কাঙাল হরিণাথ	
সমর সেন		আধুনিক যুগের নাগরিক কবি
সতীনাথ ভাদুড়ী	চিত্রগুপ্ত	
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত		ছন্দের যাদুকর

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

বাংলা ২য় পত্র

(বিভিন্ন শব্দ মনে রাখার কৌশল)

দেশী শব্দ ঃ ঢাগর-ডাগর ছেলেরা নেড়া হয়ে ধুতি ও টোপর পরে চোঙ্গা ডিঙ্গিতে চড়ে লাঠি ঝাটা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কুড়ি গাড়ি আলু, ডাব, ডুমুর, তেতুল, নারিকেল, ঝিঙ্গা চিংড়ি, কাতলা নিয়ে পেট মোটা কন্যার খোঁজে গঞ্জে গেল। ওদিক বাড়ির চুলার পাশে খোকা-খুকিরা খোপা নাড়িয়ে ঢেঁকির তালে তালে কুলায় মোটা চাউল ঝাড়ে।

অথবা,

ডাগর, চোখে কালা বোবা টোপর মাথায় ডিঙ্গায় চড়ে গঞ্জে গিয়ে চোঙ্গা ঢেঁকি চুলা কুলা না কিনেপেট ভরে কুড়ি টাকার ডাব মুড়ি খেল।

অথবা,

এক গঞ্জের কুড়ি ডাগড় ছেলেরা টোপর মাথায় দিয়ে চোঙ্গা হাতে পেটের জ্বালায় চুলা, কুলা, ডাবও ডিংগা নিয়ে টং এর মাচায় উঠল।

ইংরেজী শব্দঃ বোতল ও টিনে আফিম আছে।

অথবাঃ

ইউনিয়নে ইউনির্ভাসিটি করা সম্ভব নয়। বড়জোড়া স্কুল বা কলেজ হতে পারে। কারণ মাস্টার, ডাস্টার, নোট, নেভেল, টিন, লাইব্রেরী, পাউডার, পেন্সিল, ফুটবল, ব্যাগ রেডিও টেলিভিশণ, সিনেমা, মোবাইল, অনেক কিছুই প্রয়োজন।

জাপানী ঃ হাসনাহেনা রিক্সায় চড়ে জুড়ো ক্যারাটে শিখতে জাপান গেল। অন্যদিকে সুনামি ও হারিকিরিতে প্যাগোডা ভেঙ্গে গেল।

অথবা,

জাপানের রিক্সায় হারিকেন লাগে।

অথবা,

জুডো ক্যারোটে পারদর্শি সামুরাই প্যাগোডায় না গিয়ে রিক্সায় যেতে যেতে হাসনাহেনার গন্ধ নিয়ে হারিকিরি করে বসল।

যোগরূঢ় শব্দঃ রাজপুত পঙ্কজ মহাযাত্রায় গিয়ে জলধির কাছে দন্ডবৎ হয়ে রইলেন।

রূঢ় শব্দঃ তৈলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে এক প্রবীণ গবেষণা করে- পাঞ্জাবী পরে হস্তীর পিঠে চড়ে সে দারুন বাঁশি বাজায়।

যৌগিক শব্দঃ মিতালির গুণবা, মেয়ে (লি) ভাড়াটে পাঠক। মধুর পড়ুয়া গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানা ভাব করে দৌহিত্রকে নিয়ে চিকামারতে গেলেন।

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•

বাংলা শর্টকাট মেথড

পর্তুগীজঃ বিস্তি সাবান ও তোয়ালে নিয়ে কামরায় ঢুকিল, সে ঝর্ণা ছাড়িয়ে তার কামিজের বোতাম ও ফিতা খুলিতে লাগিল। এমন সময় আতা জানালায় টোকা মারিল। কেরাণী বারান্দার কেদারায় বসিয়া ইহা দেখিয়া ফিলল। আয়া, পেপে পেয়ারা, পাউরুটি,আচার, সাগু ও সালসা নিয়ে বারান্দায় আসিল। তারা ফালতু মস্করা করে একটি গান গাইল। স্বামী আর ইস্তিরি পেরেক মারে মিস্ত্রী।

অথবা,

গীর্জার পাদ্রী চাবি দিয়ে গুদামের আলমারি খুলে তাতে আনারস পেঁপে পেয়ারা আলপিন ও আলকাতরা রাখলেন। কেরাণী তোয়ালে দিয়ে কামরা পরিস্কার করে জানালা খুলে দিলেন। তারপর পেরেক ইস্ত্রি ইস্পাত ও পিস্তল বের করে বালাতিতে রেখে বোমা বানালেন।

অথবা,

কামারার চাবি নিয়ে তোয়ালে সাবান বালতি দাও। বারান্দার জানালার গরাদ থেকে ইস্তিরি করা কাতান কামিজ দাও। বোতাম ফিতা না থাকলে আলপিন ও পেরেক দিয়ে আটকাবো। মিস্ত্রি সাগু, সালসা খেয়ে মাস্তুলে আলকাতরা লাগায়। কপি, কফি, আতা, আনারস, পেয়ারা, পেঁপে পাউরুটি, কাবাব, আচার খেয়ে গীর্জার পাদরী যিশুকে ভক্তি জানায়। মার্কা মারা ফালতো লোকের বোমা পিস্তল দিয়ে গুদামের ইস্পাতের আলমারী ভেঙ্গে গামলা, বাসন, বেহালা, কেদারা, কুশ, পাচার করে নিলামে তুলেছে।

এখানে, গির্জা, চাবি, গুদাম, আলমারি, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, আলপিন, আলকাতরা, কেরান, কামরা, জানালা, পেরেক, ইস্ত্রি, ইস্পাত, পিস্তল, বালতি, টুপি, সাবান, বোতাম, পাউরুটি, মিস্ত্রী, পেরেক, ইংরেজ, নিলাম ও বেহালা ইত্যাদি।

টেকনিক ঃ

তদ্ভব শব্দঃ আখি আজ করেছে কাজ মৌ পরেছে বিয়ের সাজ। বৌমা এনেছে ভাত মাছ মাথায় হাত কানে দাত চাঁদ সঁই করা তদ্ভবের কাজ।

* অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রচলিত রুপ তদ্ভব শব্দ।
* "ঁ" (চন্দ্রবিন্দু) থাকলে তদ্ভব শব্দ।

তৎসম শব্দঃ হস্তে যদি থাকে শক্তি, চন্দ্র সূর্য করবে ভক্তি। ভবনের পত্র ধর্ম লাভ ক্ষতি মনুষ্য পর্বতের কর্ম। সন্ধ্যায় করোনা ভোজন, শয়ন, গমন।

অথবা,

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ক্ষুদ্র, বৃক্ষ, অক্ষি, চিৎত মনুষ্যভবনে ধর্ম পাত্র নেই। পদ্মের স্বামী পুত্রকে ক্ষমা করে নিমন্ত্রনের খাদ্য খেয়ে অন্ন ক্ষুধা দূর করলো।

* "স" এর সাথে যুক্তবর্ণ হলেই তা তৎসম শব্দ হবে। শব্দে "ন", "ষ", "ঋ", "ং", "ঙ", "ঊ" থাকলেই তা তৎসম শব্দ। যেমন- দর,স্নান।
*শব্দের মধ্যে ক্ষ/ক্ষ, র্ ঃ (রেফ), ন, ষ, থাকলে ও দিক থাকলে তা তৎসম শব্দ। অংগপ্রতঙ্গ (অপ্রচলিত রুপ) হলো তৎসম শব্দ।
* "ন/স" যুক্ত শব্দ হলো তৎসম, তবে ইংরেজী শব্দ বাদে।

RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT • RIYAD SAWKAT •

RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*

বাংলা শর্টকাট মেথড

অর্ধ তৎসম শব্দঃ গিন্নী মাগি জোছনা, কুচ্চিত গতরে বোস্টমের বাড়িতে নেমন্তন খেতে যান। পুরুত ও কেষ্ট খিদে পেয়ে শুধু আদা খান।

অথবা,

বোষ্টম ও যোক্তি কেষ্ট ছেরাদ্দের নেমন্তন গিয়ে চন্দনের গিন্নী জ্যোছনাকে কুচ্ছিতবেরাক্ষণ অবস্থায় দেখতে পেল।

তুর্কি শব্দঃ বিবি বেগম কোর্মা খায় বাহাদুর দেশ চালায়। দারোগা বাবু তাকিয়ে দেখে গালিচায় কুলির লাশ। চাকু হাতে বাবুর্চি তাই দেখে হতবাক। সুলতান মাহমুদ বারুদ ও বন্দুক নিয়ে দৌড়ে পালায়।

অথবা,

বাবা বাহাদুর দাদা ঠাকুর ও চাকরকে বাবুর্চির চক্ষমকি চাকু ও কাঁচি দিয়ে লাশ কাটতে বললেন। সওগত পেয়ে উজবুক দারোগা কাবু বাবুর্চিকে মুচলেকা দিলেন।

এখানে, বাবা, দারোগা, কুলি,লাশ, চাকু, বাবুর্চি, সুলতান, বন্দুক, বারুদ, চাকর, মুচলেকা, বিবি, বেগম, কোর্মা, বাহাদুর, দাদা, ঠাকুর, বাবা, গালিচা, চাকর, চকমকি, কাচি, সওগত, উজবুক, কাবু, মুচলেকা।

ফরাসী (ফ্রান্স) শব্দঃ কাতুর্জ দিয়ে কুপন বানায় ডিপোতেই ওদের রেস্তোরা।

অথবা,

গেরেজে কার্তুজের ডিপোতে বুর্জোয়া ইংরেজ ও ওলন্দাজদের রেস্তোরায় কুপন আছে।

অথবা,

বুর্জোয়া কার্তজের জন্য ডিপোতে বসে না থেকে রেস্তোরায় গিয়ে কুপন ধরে বিস্কুট খেলেন।

ফারসী শব্দঃ চশমার দোকানদার ও কারখানার মেথর রোজার দিনে নামাজ না পড়ায় বেগম বাদশার কাছে নালিশ করলেন। তাই শুনে বাদশা তাদের কে দরবারে ডেকে দস্তখত নিয়ে জানোয়ার ও বদমাশ বলে দোযখে পাঠালেন।

ওলন্দাজ শব্দঃ ওলন্দাজরা ইস্কাপন, টেটকা, তরুপ, রুইতন, হরতন দিয়ে তাস খেলে।

অথবা,

রুইতন, হরতন, ইস্কাপন, নিয়ে তাস খেলতে গিয়ে তুরুপ দেয়ার জন্য টেক্কা ফেলা হয়।

গ্রীক শব্দঃ গ্রীকের সেমাইয়ের দাম বেশী সুরঙ্গ।

বর্মী শব্দঃ বর্মীরা লুঙ্গিকে ফুঙ্গি বলে।

চীনা শব্দঃ চীনার চিনির চা লিচুর মত লাগে। সাম্পান ওয়ালা তুফান দেখে ভয় পায়।

অথবা,

সাম্পান ওয়ালা তুফান দেখে চা চিনি না এসে এলাচি, লিচু ও লুচি এনেছে।

(বিঃদ্রঃ যে সব ফলের সাথে চ আছে তার সব চীনা শব্দ" ।)

সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•সহজে মনে রাখার ছন্দ কৌশল•

পরিবর্তিত উচ্চারণে আরও কিছু ইংরেজী শব্দ

ইস্কুলের অফিসে বাক্স ভরা আফিমের বোতল রেখে হাসপাতালের ডাক্তার জেল খাটল।

গুজরাটি শব্দঃ জয়ন্তী বলল হরতালের দিনে গুজরাটে খদ্দরের দাম বেশি।

পাঞ্জাবী শব্দঃ তারকা শিখদের পাঞ্জাবীর চাহিদা বেশী।

অথবাঃ তারকা শিখদের পাঞ্জাবীর চাহিদা গুয়াদুয়ারায়।

মিয়ানমার/বার্মিজ শব্দঃ লুঙ্গি নয়, গেঞ্জি নয়, ফুঙ্গি পরেছে আরকানের ঘুঘনি।

হিন্দি শব্দঃ জঙ্গলের কমলা আন্দাজে ওজন দেওয়াতে হিন্দুর বাচ্চা সাথীর চেহারা ঠান্ডা পানিতে খিল হয়ে গেল।

স্পেনিশ শব্দঃ তামাক।

মেক্সিকান শব্দঃ চকলেট।

রুশ শব্দঃ বলশেলভিক।

জার্মানি শব্দঃ নাৎসি।

গ্রিক শব্দঃ সুড়ঙ্গ, দাম, কেন্দ্র।

সিংহলী শব্দঃ সিডর (চোখ), মহাসেন

মারাঠি শব্দঃ বর্গি।

আরবি শব্দ (ধর্ম সংক্রান্ত) ইসলামের প্রথম স্তম্ভ ঈমান। আল্লাহ কুরআনে ও নবী হাদীসে হালাল-হারাম, ওযু-গোসল, তওবা-তসবিহ, হজ্জ-যাকাত-কোরবানী, জান্নাতে-জাহান্নামে ও কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন।

অথবা,

যদি কুরআন হাদিস অনুযায়ী ইসলামের বিধান মেনে ঈমান আমল ঠিক রেখে সালাত সাওম হজ্জ যাকাত আদায় কর, অযু গোসল করে তওবা করে তসবি পাঠ করে কুরবাণি কর, হালাল হারাম মেনে চল,তাহলে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাত দাখিল করনে।

প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ (আরবী) ইনসানের এজাহারের কারণে মহকুমার মুন্সেফ আদালতের এজলাসে কিতাব কানুন দেখে উকিলের পক্ষে রায় দিলেন। ঈদের দিন নগদ বাকি খাজনার কথা মনে না রেখে গায়েবি কোন কিচ্ছা শুনলে আখেরে আক্কেল হবে।

ফরেসি শব্দ (ধর্ম সংক্রান্ত)ঃ নামায রোযা করলে বেহেশত আর গুনাহ করলে দোযখ। ফেরেশতা হিসাবে রাখবে আর পয়গম্বর খোদার কাছে গুনাহ মাফের সুপারিশ করবে।

RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT * RIYAD SAWKAT *

অথবা,

খোদা ফেরেশতা দিয়ে পয়গম্বরের মাধ্যমে জানালেন, যদি নামাজ রোযা কর গুনাহ থেকে দূরে থাক, তাহলে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে বেহেশত দিব।

অথবা,

নামাজ রোযা পালন না করলে গুনাহ হয়। তাই পয়গম্বরদের কথানা শুনলে ফেরেশতারা খোদার আদেশে বেহেশেতের পরিবর্তি দোযখে নিয়ে যাবে।

প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ (ফারসী) বাদশা বেগম কে নিয়ে দরবারে না গিয়ে চশমা চোখে তোশক কারখানায় গেলেন। এদিকে দোকানদার দফতর গুছিয়ে মেথর বান্দার বিরুদ্ধে দস্তখত করে রসদ ও দৌলত নষ্টের নালিশ জানাতে জবানবন্দি দিল।

বিবিধ ফারসি শব্দঃ জিন্দা জানোয়ার বদমাশ নমুনা সংগ্রহ না করে আমদানি রফতানি বাদ দিয়ে হাঙ্গামা শুরু করলো।

উপসর্গ

বাংলা উপর্সগ (২১টি) ঃ অজ অগা ইতি রামের কু হাসুনি স বি সা অভাবে অনাদরে আব আড় পাতি ভরে উনিশ আকঁড়া কদবেল আনালো।

তৎসম উপসর্গ (২০টি) ঃ অধিপতি আ সু বি নি অভি অপি অনু ও অবনির প্রতি সমপূর্ণ অপকর্ম শেষে অতি উৎসাহে দূর করে পরিশেষে উপদ্বীপে প্রভাত পরাজয় মেনে নিলেন।

ফরাসী উপসর্গঃ বদ বর দর কার নাই, বে বির ফি কম (নিম)

অথবা,

বদমেজাজী বেয়াদব বশিরের পালয় নাবালোক ফিরোজ কারখানায় দরখাস্ত করেছে, কিন্তু কম বয়সের কারণে নিমিষেই তা বরখাস্ত হয়েছে।

আরবি উপসর্গঃ বাজে আম খাস লা গর খুয়ের।

ইংরেজী উপসর্গঃ হেড সাব হাফ ফুল।

রূপবাচক বিশেষ্যঃ চৌকস ও দক্ষ খেলোয়াড়রা ঠান্ডা মাথায় ক্রিকেট খেলেন।

পত্রিকাঃ আকরাম! দৈনিক খাদেম দৈনিক আজাদ মোহাম্মদীর কী হয়েছে।

পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ

নিত্য পুরুষবাচক শব্দঃ অকুতদার যোদ্ধা দলপতি সেনাপতির কাছে কৃতদার হওয়ার প্রার্থনা না করে কবিরাজ ও ঢাকীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতির দারস্থ হল।

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দঃ কলঙ্কিনী বাইজি ডাইনি সতিন সপত্নী সংমা কে বলল, রুপসী অন্তঃসত্ত্বা অসুর্য স্পর্শা ও অরক্ষনীয়াকে ঘরে রাখা উচিত নয়। শাঁখিণী শাঁখচুন্নি যদি জানতে পারে যে সজনী ও ধনি এয়োর সাথে হাত মিলিয়েছে তাহলে কুলটা অর্ধঙ্গিনী সধবা ও বিধবাদের হাত থেকে দাই কে বাঁচানো যাবে না।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধিঃ বনস্পতি এবং বৃহস্পতি পরস্পর দুই ভাই। তাদের বয়স ষোড়শ এবং একাদশ। তারা দুজনে তস্কর। দুজন গিয়েছে গোষ্পদ চরি করতে। দেখেছে মনীষা। বলেছে পতঞ্জলির কাছে। পতঞ্জলি শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল-চোর দ্যুলোকে প্রবেশ করবে না।

এখানে বনস্পতি, বৃহস্পতি, পরস্পর, ষোড়শ, একাদশ, তস্কর, গোষ্পদ, মনীষা, পতঞ্জলি, আশ্চার্য, নিপাতনে সিদ্ধ ব্যাঞ্জন সন্ধি।

অবস্থাবাচক শব্দঃ আহ! কি তাজা ছেলেটা আজ রোগা হয়ে খোঁড়ার মত পড়ে আছে।

ব্যাখ্যাঃ তাজা, রোগ, খোঁড়া।

ভাববাচক বিশেষ্যঃ ঊর্মি তার বন্ধুর গমন দেখা শোনার কাজ দর্শন করে ভোজন শেষে শয়ন করলো।

ব্যাখ্যাঃ গমন, দেখা, শোনা, দর্শন, ভোজন, শয়ন।

গুণবাচক বিশেষ্যঃ মুরাদ তারুণ্যের সৌন্দর্য ঠিক রাখার জন্য বীরত্বের সাথে তারল্য তিক্ততা ভরা ঔষধ মধুরতার মত খেল। তদ্রুপ স্বাস্থ্যবান সৌরভ সুখ দুঃখ নিয়ে যৌবন অতিবাহিত কররো।

ব্যাখ্যাঃ তারুণ্য, সৌন্দর্য, বীরত্ব, তারল্য, তিক্ততা, মধুরতা, স্বাস্থ্যবান, সৌরভ, সুখ, দুঃখ, যৌবন।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বর্ণ

* বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ অঘোষ।
* বর্গের ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম বর্ণ ঘোষ।
* বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণ অল্পপ্রাণ (Unlucky Thirteen-13)
* বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ মহাপ্রাণ।
* বর্গের ৫ম বর্ণ নাসিক্য।

YAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKAT*RIYAD SAWKA

অঘোষ		ঘোষ			উচ্চারণ স্থান
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য	
১	২	৩	৪	৫	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	তালব্য বর্ণ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	মূর্ধন্য বর্ণ বা পশ্চাৎ দন্তমুলীয় বর্ণ
ত	থ	দ	ধ	ন	দন্ত/অগ্র দন্তমূল বর্ণ
প	ফ	ব	ভ	ম	ওষ্ঠ বর্ণ

এই ক হতে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ কে পূর্ণবর্গীয়/বর্গীয় বর্ণ/স্পর্শ ব্যঞ্জন/স্পৃশ ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

* শ, ষ, স, হ এগুলো শিষ ধ্বনি/উষ্ম বর্ণ/ (শ,ষ, স, শিশ, ধ্বনি, হ, ঘোষ, ধ্বনি, স অঘোষ ধ্বনি।)

* য, র, ল, ব (এই ব আগে গণ্য ছিল, এখন গণনা করা হয় না) অন্তস্থ বর্ণ।

সমাস

ছন্দে ছন্দে সমাস, মনে রাখুন সমাস প্রধানত ৬ প্রকার।

১। দ্বন্দ সমাস।

২। দ্বিগু সমাস।

৩। কর্মধারয় সমাস।

৪। বহুব্রীহি সমাস।

৫। অব্যয়ীভাব সমাস।

৬। তৎপুরুষ সমাস।

ছন্দটি মুখস্থ রাখুনঃ

ও এবং আর মিলে যদি হয় "দ্বন্দ"
সমহারে "দ্বিগু" হলে নয় সেটা মন্দ।
যে-যিনি-যেটি-যেটা তিনি- "কর্মধারয়"।
যে-যার শেষে থাকলে তারে "বহুব্রীহি" কয়।
অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পেলে "অব্যয়ী" মেলে।
বিভক্তি লোপ পেলে "তৎপুরুষ" তাকে বলে।

বানান সূত্র

দেশ, ভাষা, জাতির নামে কার হয় "ই"
অপ্রাণী, ইতরপ্রাণী তা-ও জেনেছি,
উভয় ক্ষেত্রে "ই" কার নিশ্চিত জানি
সংস্কৃতের স্ত্রী "ঈ" কার মানি।
বিদেশী শব্দে "ষ" হবে না কখন।
তৎসম ভিন্ন শব্দে "ন" হবে না যেন।
রেফ (র্) থাকলে বর্ণে দ্বিত্ব না-হয়
অন্তে বিসর্গ (ঃ) , বর্জন জানিবে নিশ্চয়
জগৎ বাচক বিদ্যা-ত্ব-তা-নী-ণী-হলে
শব্দান্তের "ঈ", "ই" কার হয় (.....) বলে
শেষের আগের লাইনের সমাধান যেমন সঙ্গী+নী=সঙ্গিনী, দায়ী+ত্ব=দায়িত্ব।

(খাতায় লিখে বার বার চর্চা করুন, আশা রাখি হয়ে যাবে।)

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com